# Daily Monitoring Report

**Directorate of Monitoring**
**Bangladesh Betar, Dhaka**
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 14, 1432 Bangla, January 28, 2026, Wednesday, No. 28, 56th year

# H I G H L I G H T S

Home Affairs Adviser Lieutenant General (Retd.) Md. Jahangir Alam Chowdhury has said there is no possibility of disrupting or foiling the forthcoming 13th national election. (BBC: 18)

A total of 21,508 postal ballots cast by Bangladeshi voters overseas have reached the country ahead of the 13th parliamentary election, the Election Commission has said. (Jago FM: 18)

Ahead of the 13th National polls, questions are being raised about statements made by political leaders such as 'go to polling centres before Fajr prayers.' (BBC: 11)

The Int'l Crimes Tribunal-2 may deliver its verdict any day in a crime against humanity case filed over the killing of Begum Rokeya University, Rangpur student Abu Sayed during the July Mass Uprising. (BBC: 04)

Former Pakistani captain Wasim Akram has advised Pakistan to remain calm and focus on the matches scheduled in Sri Lanka regarding ongoing tensions between ICC & Bangladesh. (Jago FM: 19)

Bangladesh is projected to be among the 6 countries most severely affected of extreme heat by 2050 as per a new international study led by researchers from the University of Oxford. (Jago FM: 19)

NCP convener Nahid Islam has commented that the attack on Nasiruddin Patwari at Habibullah Bahar College in Dhaka took place "on the order of Mirza Abbas and with the consent of Tarique Rahman." (BBC: 03)

BNP leader Mirza Abbas has denied the allegations against him regarding the egg-throwing and attack on NCP leader Nasiruddin Patwari. (BBC: 05)

Protests have been held in Myanmar against the ongoing case at the International Court of Justice over alleged Rohingya genocide. (DW: 15)

Two teenagers have been shot and injured apparently by stray bullets fired from Myanmar in Teknaf upazila of Cox's Bazar. (DW: 15)

**Director: 44813046** **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

**দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট**
**মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা**
**মাঘ ১৪, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ২৮, ২০২৫, বুধবার, নং- ২৮, ৫৬তম বছর**

# শিরোনাম

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কোনো সম্ভাবনা নেই। (বিবিসি: ১৮)

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ২১ হাজার ৫০৮টি ভোট পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন । (জাগো এফএম: ১৮)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে 'ফজরের নামাজ পড়েই ভোটের লাইনে দাঁড়াতে হবে'- রাজনৈতিক নেতাদের এ ধরনের বক্তব্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। (বিবিসি: ১১)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় যেকোনো দিন ঘোষণা করা হবে। (বিবিসি: ০৪)

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে আইসিসি ও বাংলাদেশের টানাপোড়েনের বিষয়ে সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম পাকিস্তানকে শান্ত থাকার এবং শ্রীলঙ্কায় নির্ধারিত ম্যাচগুলোর দিকেই মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। (জাগো এফএম: ১৯)

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় বলছে, চরম তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সালে উষ্ণ ৬ দেশের একটি হবে বাংলাদেশ । (জাগো এফএম: ১৯)

ঢাকার রমনায় হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা "মির্জা আব্বাসের নির্দেশে, তারেক রহমানের সম্মতিতে" ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপি'র আহ্বায়ন নাহিদ ইসলাম। (বিবিসি: ০৩)

এনসিপি নেতা নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারীর উপর ডিম ছোঁড়া এবং হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস। (বিবিসি: ০৫)

রোহিঙ্গা-গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে চলমান মামলার বিরুদ্ধে মিয়ানমারে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। (ডয়েচে ভেলে: ১৫)

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে কক্সবাজারের টেকনাফের দুই কিশোর আহত হয়েছে। (ডয়েচে ভেলে: ১৫)

# বিবিসি

## বাংলাদেশের জন্য মার্কিন শুল্কে ছাড়ের ইঙ্গিত, ঘোষণা আগামী সপ্তাহে

বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্কে (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) কিছুটা ছাড় এবং খাতভিত্তিক সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে সতর্ক আশাবাদ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এই খবর দিয়েছে। তিনি আজ মঙ্গলবার ঢাকার ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) সম্মেলনে তার বিভিন্ন বৈঠক ও কার্যক্রম নিয়ে গণমাধ্যমকে ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, আলোচনার মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) নিয়ে আলোচনা। তিনি জানান, অশুল্ক বাধা, ব্যবসা সহজীকরণ, বন্দর ও কাস্টমস ব্যবস্থার দক্ষতা- এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কার কর্মসূচির ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রগতি দেখাতে পেরেছে বলে জানান লুৎফে সিদ্দিকী। এক পর্যায়ে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, "কারিগরি অগ্রগতি স্বীকৃতি পেলেও যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে মনোযোগ নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্টের হাতেই থাকে। বৈঠকের পর যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগের মাধ্যমে বর্তমান ২০ শতাংশ রেসিপ্রোকাল ট্যারিফে কিছুটা ছাড় এবং খাতভিত্তিক সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে সতর্ক আশাবাদ তৈরি হয়েছে।" এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সপ্তাহের শেষ দিকে বা পরের সপ্তাহের শুরুতে আসতে পারে বলে তিনি দাবি করেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## ভোট দিয়ে চলে আসলে চলবে না, ভোটকেন্দ্রে থাকতে হবে : তারেক রহমান

১২ ফেব্রুয়ারি, ভোটের দিন সকলকে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সন তারেক রহমান বলেছেন, ভোটকেন্দ্র পাহারা দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আজ মঙ্গলবার ময়মনসিংহ জেলা সার্কিট হাউস মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন। তার ভাষায়, "সকলকে সাথে নিয়ে ভোটকেন্দ্রের সামনে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। আর ভোট দিয়ে সাথে সাথে চলে আসলে চলবে না, (ভোটকেন্দ্রে) থাকতে হবে, কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিয়ে আসতে হবে।" তার এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দেন। তার মতে, বহু বছর হয়ে গেছে মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। "এর আগে, বিভিন্নজন আমাদের ভোট লুটপাট করে নিয়ে গেছে। তাই আমাদের সজাগ থাকতে হবে, যাতে কেউ আমাদের ভোট লুটপাট করে নিতে না পারে। পারবেন তো পাহারা দিয়ে সতর্ক থাকতে?" তার এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ-সূচক ধ্বনি ভেসে আসে উপস্থিত জনতার দিক থেকে। এসময় তিনি শুধু মুসলিমদের উদ্দেশ্যেই না, অন্য ধর্মের, এমনকি অন্য সংস্কৃতির ভোটারদের প্রতিও একই ধরনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ১৯৭১ সালে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ২০২৪ সালের আন্দোলনেও জাত-পাত বিচার না করে সবাই "সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছে।" তাই, এবারের আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও "ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একসাথে থাকতে হবে।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## 'আব্বাসের নির্দেশে ও তারেকের সম্মতিতে' পাটওয়ারীর ওপর হামলা : নাহিদ

ঢাকার রমনায় হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা "মীর্জা আব্বাসের নির্দেশে, তারেক রহমানের সম্মতিতে" ঘটেছে এবং "ছাত্রদলের চিহ্নিত সন্ত্রাসী-ক্যাডাররা পরিকল্পনা করে এটি করেছে," বলে মন্তব্য করেছেন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ করেন। এই হামলাকে "পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা" হিসেবে অভিহিত করে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, "আপনারা একদিকে ভালো ভালো কথা বলবেন, আরেকদিকে বিরোধীদের সন্ত্রাসী কায়দায়, আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে পুনর্বাসন করবেন, এইটা আমরা এই বাংলাদেশে হইতে দিবো না...। আজকে আমরা হুঁশিয়ারি দিচ্ছি নির্বাচন কমিশনের প্রতি, দেখতে চাই এর ব্যবস্থা কী নেয়। কলেজ প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয় এবং বিএনপি দলীয়ভাবে এর কী ব্যবস্থা নেয়।" "এরপর বাকি জবাব আমরা রাজপথে দেব, ১২ তারিখে," যোগ করেন তিনি।

এখানে উল্লেখ্য, জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১০-দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৮ আসন থেকে নির্বাচন করছেন এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ওই একই আসনে আছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মীর্জা আব্বাস। তাই, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ করার ঘটনার পর সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ ইসলাম মীর্জা আব্বাসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আগে যা করছেন করছেন, সেই আচরণ যদি পরিত্যাগ করতে না পারেন, তাহলে এবার নির্বাচনে এটার পরিণতি ভালো হবে না। নির্বাচন মানে কথার লড়াই। আপনি একটা কথা বলবেন, আমি একটা কথা বলবো। জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে, তারা কাকে ভোট দেবেন। আপনারা জনগণকে কেন সিদ্ধান্ত নিতে দিচ্ছেন না? জনগণ ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করবে, কে বেয়াদব আর কে গ্যাংস্টার। কে সন্ত্রাসী আর কে জনগণের পক্ষে কথা বলে।" "মীর্জা আব্বাসের

ইতিহাস আমরা জানি। আমরাও এই ঢাকা শহরে বড় হইছি। জিয়াউর রহমান মীর্জা আব্বাসকে ডেকে একটা হুন্ডা এবং ৩০ টাকা দিয়ে বলছিল যে, আমার সাথে রাজনীতি করো এবং ইলেকশনে কাজ করো। ওইখান থেকে বিএনপির সাথে তার রাজনীতিতে যাত্রা। সেই জায়গা থেকে তিনি ঢাকা শহরে সাম্রাজ্য তৈরি করছেন। এই সাম্রাজ্য কীভাবে হইছে, তা এই ঢাকা শহরের, বাংলাদেশের মানুষ জানে," যোগ করেন তিনি। এসময় এই তরুণ নেতা আরও বলেন যে, কিছু হলেই জামায়াতের অতীত নিয়ে কথা বলা হয়। "কিন্তু তাদের (বিএনপির) নিজেদের অতীত কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ ভুলে নাই। ২০০১ থেকে ২০০৬, বাংলাদেশের মানুষ ভুলে নাই। অতীত ধরে কথা বললে সবার অতীত ধরে আমরাও কথা বলবো।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## বিএনপি এতই খারাপ হলে দুই মন্ত্রী কেন পদত্যাগ করেননি? : তারেক রহমান

"একটি রাজনৈতিক দল আজ পালিয়ে যাওয়া স্বৈরাচারের মুখের ভাষা বিএনপির বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। তাদের বক্তব্য, দুর্নীতিতে নাকি বিএনপি চ্যাম্পিয়ান ছিল। আমার প্রশ্ন, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তাদেরও দু-জন সদস্য সরকারে ছিল। ছিল না? বিএনপি যদি এতই খারাপ হয়, তাহলে ওই দুই ব্যক্তি কেন পদত্যাগ করে চলে আসেনি?" মঙ্গলবার বিকেলে ময়মনসিংহ জেলা সার্কিট হাউজ মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে বিএনপি চেয়ারপার্সন তারেক রহমান এসব কথা বলেন। ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার গঠন করার পর, সেই সরকারে জামায়াতে ইসলামীর দু-জন নেতা মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন। তারা ছিলেন জামায়াতের তৎকালীন আমির মতিউর রহমান নিজামী ও তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ। এর মধ্যে মতিউর রহমান নিজামী প্রথমে কৃষি, পরে শিল্পমন্ত্রী হয়েছিলেন আর আলী আহসান মুজাহিদ হয়েছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। নিজের করা প্রশ্নের উত্তর তারেক রহমান নিজেই দিয়েছেন। তার ব্যাখ্যায়, ওই দু-জন "পদত্যাগ করেনি, কারণ তারা ভালো করেই জানত খালেদা জিয়া কঠোর হাতে দুর্নীতি দমন করছে। তারা ভালো করেই জানত, খালেদা জিয়া দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। সব ধরনের আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বলে, খালেদা জিয়ার সময়ে দেশ দুর্নীতিতে নিম্নগতিতে ছিল।" তারেক রহমানের দাবি, "২০০১ সালে খালেদা জিয়া যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পায়, তখন বাংলাদেশ ধীরে ধীরে দুর্নীতির কড়াল গ্রাস থেকে বের হওয়া শুরু করল।" "যেই দল আজকে বিএনপিকে এইভাবে দোষারোপ করে, তাদের দুই সদস্যের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সরকারে থাকাই প্রমাণ করে যে, নিজেরাই নিজেদের মানুষ সম্পর্কে কতবড় মিথ্যা কথা বলছে।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## প্রধান উপদেষ্টার কাছে কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস কমিটির প্রতিবেদন

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে দেশের কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার বিষয়ে সুপারিশ প্রতিবেদন জমা দিয়েছে এ সংক্রান্ত কমিটি। জাতীয় কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত কমিটি সোমবার বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার কাছে ওই প্রতিবেদন জমা দেয়, যেখানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নানা সুপারিশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস জানিয়েছে, কমিটির প্রতিবেদনে বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জটিল, অদক্ষ এবং পরোক্ষ করের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, খণ্ডিত সংস্কারের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কর ব্যবস্থার মৌলিক ও কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## আবু সাঈদ হত্যা মামলার রায় যে-কোনো দিন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় যে-কোনো দিন ঘোষণা করা হবে। উভয়পক্ষের শুনানি ও যুক্তি উপস্থাপন শেষে আজ মঙ্গলবার বিচারিক প্যানেলের সদস্য মো. মঞ্জুরুল বাছিদের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ (সিএভি) রেখে আদেশ দেন, খবর বার্তা সংস্থা বাসস-এর। আদালতে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে যুক্তি উপস্থাপন (আর্গুমেন্ট) করে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাওয়া হয়। অন্যদিকে, আসামিদের খালাস চেয়েছেন তাদের আইনজীবীরা। এ মামলায় প্রসিকিউশনের পক্ষে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও গাজী এমএইচ তামীম। আর, বেরোবির তৎকালীন প্রক্টর শরিফুল ইসলামের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট আমিনুল গণি টিটো এবং পলাতক আসামিদের পক্ষে ছিলেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী সুজাদ মিয়া। এ মামলায় গত ৩০ জুন বেরোবির তৎকালীন ভিসি হাসিবুর রশীদসহ ৩০ জন আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। বিচারিক প্রক্রিয়ায় তদন্ত কর্মকর্তাসহ মোট ২৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। মামলার ৩০ জন আসামির মধ্যে বর্তমানে ৬ জন গ্রেফতার রয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## ভোটের সততা নষ্ট হওয়ার বিষয়ে ছাড় দেওয়া হবে না : নোয়াখালীতে নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, কোনো অবস্থাতে ভোটের সততা নষ্ট হওয়ার বিষয়ে ছাড় দেওয়া হবে না। কেউ যদি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুশীলন না করে ভোট প্রদান করে, তাহলে তার ভোট বাতিল হয়ে যাবে। খবর বার্তা সংস্থা বাসস-এর। তিনি বলেন, একই সময় সাধারণ ব্যালট ও

পোস্টাল ব্যালট গণনা কর হবে। তবে, পোস্টাল ব্যালট গণনায় সময় লাগবে। ১১৯টি প্রতীক রয়েছে প্রতিটি ব্যালটে, তাই প্রবাসীদের এ ব্যালটের প্রতীকগুলো এজেন্টদের দেখিয়ে নিশ্চিত করতে হবে তিনি কোথায় ভোট দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল, ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, এবারে সকলের মধ্যে ভোট দেওয়ার অধীর আগ্রহ কাজ করছে। আমাদের সুন্দরভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করা, যেন সবাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, দুষ্টচক্র প্রতিপক্ষের ভোটারকে আসতে বাধা প্রধান করে। সবাই নিজের ভোটারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসুক, এটাতে কোনো বাধা নেই। তবে, নির্বাচনে কেউ যেন কাউকে বাধা দিতে না পারে, এটা প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, পোস্টাল ব্যালট প্রবাস ও দেশ থেকে দুইভাগে হবে। প্রবাস থেকে যে ভোটগুলো আসবে, ডাক বিভাগ রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে, তা সরাসরি ডেলিভারি করবে। আর দেশের ভিতরে যে পোস্টাল ব্যালটগুলো আসে, সেগুলো স্থানীয় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে আসবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সম্ভাবনা নেই : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কোনো সম্ভাবনা নেই। আজ গাজীপুরের কাশিমপুর কারা ক্যাম্পাসে অবস্থিত কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্যারেড গ্রাউন্ডে ৬৩তম ব্যাচ মহিলা কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। বার্তা সংস্থা বাসস-এর খবর অনুযায়ী, "পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লিতে পালিয়ে থেকে তার নেতা-কর্মীদের বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন উসকানিমূলক কথা বলছে, এর ফলে জাতীয় নির্বাচনে দেশে কোনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে কিনা," সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, "দেশ অস্থিতিশীল করার কোনো সম্ভাবনা নেই।" "তাদের যদি (কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ) সাহস থাকত, তারা দেশে এসে কথা বলত। তারা আইনের আওতায় আছে। আইনের আশ্রয় নিয়ে এসে বলত। যেহেতু সাহস নেই, এজন্য পালিয়ে থেকে বলছে।" তিনি বলেন, "এখানেও এখন তাদের ওই রকম সাপোর্টার নেই। তাদের যে সাপোর্টার ছিল ও যে সন্ত্রাসীগুলো ছিল, তারা বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে। তারা বিভিন্ন দেশে চলে গিয়েছে, বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে।" "ফ্যাসিস্ট জঙ্গি যেগুলো ছিল, এই জঙ্গিগুলো কিন্তু দেশ থেকে চলে গেছে। বিভিন্ন দেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে। আমরা অনুরোধ করবো, এই ফ্যাসিস্টদের অন্যান্য দেশ যেন আবার ফিরিয়ে দেয়," যোগ করেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ নিয়ে যা বললেন মীর্জা আব্বাস

হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ ও হামলার ঘটনার পেছনে বিএনপিকে, বিশেষ করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মীর্জা আব্বাসকে দুষছে এনসিপি। কিন্তু এনসিপি নেতাদের এই অভিযোগকে অস্বীকার করে মীর্জা আব্বাস আজ মঙ্গলবার নির্বাচনি প্রচারণার সময়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, "নির্বাচন ভন্ডুল করার জন্য যারা চেষ্টা করছে, এটা তাদেরই কাজ। আমাদের কাজ না। নির্বাচন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ফসল। আমরা আদায় করেছি আন্দোলন করে।" "সুতরাং, নির্বাচন ভন্ডুল করার কোনো কারণ আমাদের নেই। আমি সকাল ১০টা থেকে প্রচারণা চালাচ্ছি, কোথায় কী ঘটতেছে বাংলাদেশে, আমার কাছে কোনো খবর নাই। আমি আমার এলাকা নিয়ে আছি।" মীর্জা আব্বাসের সমর্থকদের বিরুদ্ধে এনসিপির নেতা-কর্মীকে আক্রমণ করার যে অভিযোগ উঠছে, সেটিকে সম্পূর্ণভাবে "মিথ্যা কথা" উল্লেখ করে মীর্জা আব্বাস আরও বলেছেন, "আমি ১৯৯১ সাল থেকে নির্বাচন করি। এ পর্যন্ত বিএনপি সমর্থকরা কোনো অপজিট প্রার্থীর ওপর হামলা করে নাই। কোনো রেকর্ড নাই। এগুলো সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য বলছে। তবে, ওরা উসকানি দিচ্ছে, যাতে হামলা করা হয়।" বাসস-এর আরেকটি খবরে মীর্জা আব্বাসকে উদ্ধৃত করে আরও বলা হয়েছে, "চাঁদাবাজির তকমা লাগিয়ে নির্বাচন করা যাবে না। যারা এসব অভিযোগ তুলছে, প্রকৃত চাঁদাবাজি তারাই করছে। তাহলে চাঁদাবাজদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন? যারা লাল কার্ড দেখানোর কথা বলছেন, ১২ তারিখে জনগণই তাদের লাল কার্ড দেখাবে।" বিএনপির জ্যেষ্ঠ এই নেতা আজ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার মালিবাগের গুলবাগ এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণার সময় আক্ষেপ করে বলেন, "আমি চা খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছি, এটিও নাকি আমার দোষ। এটাকে হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। কোথায় কী হয়ে যায়, সব দোষ যেন আমারই।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে কেউ আমন্ত্রিত ছিলেন না, দাবি কলেজ কর্তৃপক্ষের

হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের পিঠা উৎসবে কেউ-ই আমন্ত্রিত ছিলেন না এবং নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো প্রার্থী কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে পারবে না, বলেছেন হাবিবুল্লাহ বাহার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি প্রফেসর ড. মো. তৌফিকুল ইসলাম। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ ও হামলার ঘটনার প্রেক্ষাপটে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, তাদের অনুষ্ঠান ঠিকভাবেই চলছিল। কিন্তু "হঠাৎ করেই এই নির্বাচনি এলাকার প্রার্থী দলবলসহ এখানে অনুপ্রবেশ করে

এবং তখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এতে আমাদের মঞ্চের ক্ষতি হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে-কোনো প্রার্থী যদি পিঠা উৎসব চলাকালীন সময়ে আসতে চায়, কুশল বিনিময় করতে চায়, সেটি কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে যদি অবহিত করতেন, তাহলে বিশ্বাস করি যে, উনি নিজেই ব্যবস্থা নিতেন।" এ সময় কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল (অব.) ইমরুল কায়েসও বলেন, "আমরা স্টল পরিদর্শন করছিলাম। হঠাৎ দেখি গেটের মাঝে প্রচণ্ড ভিড়। অনেকগুলো লোক, ক্যামেরাম্যান নিয়ে, একসাথে ঢোকার চেষ্টা করছে। তখন দেখি ঢাকা-৮ আসনের জনৈক প্রার্থী, যার সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নাই বা উনি আসবেন, সে বিষয়ে আমায় কেউ অবহিতও করে নাই। উনি আসবেন জানলে আমরা নিশ্চয়ই আগে থেকে ব্যবস্থা নিতাম।" কলেজের অধ্যক্ষ ও গভর্নিং বডির সদস্যরা যদিও বলছেন যে, কেউ-ই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন না। তবে, ডিম নিক্ষেপের ঘটনার পরে এক সংবাদ সম্মেলনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী দাবি করেছেন, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজে একটি অনুষ্ঠানে তার বেলা ১২টার দিকে আমন্ত্রণ ছিল আর মীর্জা আব্বাসের ছিল দুপুর ২টায়। এদিকে, মীর্জা আব্বাসকে আবার গণমাধ্যমে বলতে শোনা গেছে, তার সেখানে যাওয়ার কথা ছিল বিকেল ৫টায়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## প্রথমবারের মতো সমাবেশ করবে জামায়াতের মহিলা বিভাগ

ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আগামী ৩১ জানুয়ারি প্রথমবারের মতো সমাবেশ করবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগ। দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে ইলেকশন ক্যাম্পেইনের সময় নারীদেরকে হেনস্তা ও তাদের ওপর সহিংস হামলার প্রতিবাদে ওইদিন সকাল সাড়ে ১০টায় এই 'প্রতিবাদী সমাবেশ' শুরু হবে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান এবং দলটির ভেরিফায়েড অফিসিয়াল ফেসবুক পাতা থেকেও এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, এই সমাবেশেও যদি কাজ না হয়, সেক্ষেত্রে "আমাদের মহিলাদের পক্ষ থেকে আরও ব্যাপক কর্মসূচি থাকবে। আর ১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকেও আমরা মাঠে বড় ধরনের কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবো। আপাতত আমরা এই কর্মসূচি ঘোষণা করছি, যাতে সরকার ও প্রতিপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়।" সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমাত্র দল, যাদের ৪৩ শতাংশ মহিলা। "রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের আরপিও-তে ৩৩ শতাংশ মহিলা থাকার বিধান আছে, একমাত্র জামায়াত সেটা পূরণ করতে পেরেছে। অথচ, অনেকেই মনে করে জামায়াতে ইসলামীতে নারীদের গুরুত্ব কম।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত অন্তবর্তী সরকার নেবে না : উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান

সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত অন্তবর্তীকালীন সরকার নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। আজ সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। তার ভাষায়, "পে-স্কেলের বিষয়ে একটা বিভ্রান্তি কাজ করছে। অনেক বছর ধরে সরকারি চাকরিজীবীদের দাবি ছিল, পে-কমিশন করার। সেই পে-কমিশন করা হয়েছে এবং সেটার রিপোর্ট শুধু দেওয়া হয়েছে। এটা বাস্তবায়নের কোনো সিদ্ধান্ত কিন্তু দেওয়া হয় নাই।" "অন্তবর্তী সরকার আর মাত্র ১৫ দিন আছে, এখন আমরা এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাই না। একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে পরীক্ষার জন্য। এটি বাস্তবায়ন করার সময়টা কোথায়?" বলেন তিনি। এটি যদি অন্তবর্তী সরকার বাস্তবায়ন না-ই করে, তাহলে ঘোষণা কেন দিলো? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমরা লিমিটেড টাইমের সরকার। যাতে পরের সরকার উপকৃত হয়, তাই আমরা এগুলো করে দিয়ে যাচ্ছি।"(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর আবারও ডিম নিক্ষেপ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ফের ডিম নিক্ষেপ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার রমনায় নির্বাচনি প্রচারণা করার সময় এই ঘটনা ঘটে। ডিম নিক্ষেপের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনা ঘটার সময় মি. পাটওয়ারীকে কিছুক্ষণের জন্য রাগান্বিত হতে দেখা গেলেও, পরে তাকে আবার হাসিমুখে দেখা যায়। এদিকে, প্রচারণা সভায় আগতদের মধ্য থেকে তখন "ভুয়া ভুয়া" স্লোগান শোনা যায়। এর আগে, গত শুক্রবার ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণা চালানোর সময়ও তার ওপর ডিম এবং সাথে ময়লা পানি নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ এলিনা)

## গণভোট নিয়ে সরকারি প্রচারণার পরেও মানুষ কতটা বুঝতে পারছে?

"সগলির কাছে শুনি এবার ভোট বলে দু'ড্যা হবি। একডা হবি মার্কাত আর একডা যেন কিব্যার ভোট। সেড্যা তো হামরা ভাল করে জানিউ ন্যা। আগে ভোটের দিন আসুক, তকন ভাব্যে দেকমোনি কী দেওয়া লাগবি। একন ওল্লা কিছু জানি ন্যা বা।" গণভোট নিয়ে এভাবেই নিজের অভিব্যক্তি জানাচ্ছিলেন বগুড়ার রাজারহাট ইউনিয়নের কৃষক রেজাউল করিম। মি. করিমের সাথে বিবিসি বাংলার যখন কথা হয়, তখন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে তিনি তার উচ্ছ্বাসের কথা বললেও গণভোট কী নিয়ে, এই ভোট দিলে হবে, কেন এই ভোট দেওয়া জরুরি, সে সব সম্পর্কে একেবারেই অবগত নন। তিনি জানান, টিভিতে গণভোট নিয়ে প্রচার দেখে তিনি জেনেছেন, এবার নির্বাচনের দিন আরো একটা বেশি ভোট

দিতে হবে। এর বাইরে আর তেমন কিছুই জানেন না। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত হবে গণভোট। এই গণভোটে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করতে সরকারের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগও লক্ষ্য করা গেছে। রেডিও-টেলিভিশন তো আছেই, সেই সাথে সারা দেশের স্কুল-কলেজ, সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সড়ক মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে বিশাল বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় মসজিদে জুমার নামাজের খুতবার আগে গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট দিতে ইমামদেরও প্রচারণা করতে দেখা গেছে। ঐকমত্য কমিশন দফায় দফায় আলোচনার পর যে জুলাই সনদ তৈরি করেছে, সেখানে ৪৭টি সাংবিধানিক সংস্কার ও ৩৭টি আইন ও বিধি সংস্কার প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন হবে, যদি গণভোটে 'হ্যাঁ' জয় পায়। যে কারণে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে প্রচারণাও চালানো হচ্ছে। কিন্তু এই প্রচারণায়, মাত্র ১০ থেকে ১২টি বিষয়কেই যুক্ত করা হয়েছে। যে কারণে দেশের সাধারণ মানুষদের অনেকের কাছেই বিষয়গুলো স্পষ্ট নয়।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলী রীয়াজ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, একেবারে খুব প্রয়োজনীয় এবং যেগুলো নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত করে এবং নাগরিকরাও সহজে যেগুলো বুঝতে পারেন, সেগুলোই যুক্ত করা হয়েছে সরকারি প্রচারণায়। তবে তিনি এটিও বলেছেন যে, লিফলেট বা প্রচার সামগ্রীতে যেগুলো দেওয়া হয়েছে, এর বাইরেও অনেক বিষয় সরাসরি প্রচারণায় ও আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। বিস্তারিত ওয়েবসাইটেও রয়েছে।

**সাধারণ মানুষ কতটা জানে?**

পাবনা সদরে একটি চায়ের দোকানদার আল আমিন। বয়স ২৬ বছরের মতো হবে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রথমবারের মতো ভোট দেবেন বলেই জানাচ্ছিলেন। তার কাছে গণভোট নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলছিলেন, "আমি জানি না কী আছে গণভোটে, কী পরিবর্তন হবে। অনেকে বলতেছে 'হ্যাঁ' ভোট দিতে, অনেকে বলতেছে 'না' ভোট দিতে। এজন্য একটু বেকায়দায় পড়ে গেছি। জানি না শেষ পর্যন্ত কোনটা দেবো।" কোনো কোনো রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে 'হ্যাঁ' ভোটের প্রচারণা চলছে, এটিও ভোটারদের অনেকের চোখে পড়েছে। যেমন বগুড়া সদরের ষাটোর্ধ আব্দুস সামাদের সাথে যখন কথা বলছিলাম। তিনি বলছিলেন যে, তিনি আদৌ কিছুই জানেন না গণভোটে কী কী আছে। তবে, তাদের এলাকায় আড্ডায় আলোচনা হয়েছে যে, 'হ্যাঁ' ভোট দিলে অনেক কিছু পরিবর্তন হবে। রাজশাহী, পাবনা, বরিশাল, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে-সব ভোটারদের সাথে কথা বলেছে বিবিসি বাংলা, তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তারা এ নিয়ে খুব বেশি কিছু জানেন না।

আবার তরুণ বয়সে যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলনামূলক বেশি এবং রাজনীতি ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে জানাশোনা ভালো, তাদের কেউ কেউ একবাক্যেই বলেছেন যে, তারা জানেন গণভোট কী কী বিষয়ের ওপর হচ্ছে। আরিফুল ইসলাম নামের বরিশালের একটি ব্যাংকের কর্মরত একজন তরুণ বলছিলেন, "জুলাই সনদ থেকেই বিষয়গুলো নিয়ে পত্রিকায় পড়েছি। গণভোট কীসের ওপর হবে, সেটাও ভালোভাবে জানি। সুতারং আমি জেনেশুনেই ভোট দেবো।" আবার এমন অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাদের কাছে গণভোট ও জুলাই সনদ নিয়ে যে ধারণা আছে, তা পুরোপুরি স্পষ্ট না। আবার এমন কোনো কোনো ভোটারের সাথেও কথা হয়েছে, যাদের কাছে এ নিয়ে আছে ভুল ব্যাখ্যা।

**সরকারিভাবে চলছে ব্যাপক প্রচারণা**

ঢাকার বাইরে গেলেই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে গণভোটের প্রচারণা সংক্রান্ত প্রচারপত্র। বিশেষ করে, স্থানীয় সরকারের যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে, সবখানেই বিভিন্ন সাইজের বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন লক্ষ্য করা গেছে। সম্প্রতি বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজে গিয়ে দেখা গেছে, সেখানে অন্তত তিন ধরনের ব্যানার ফেস্টুন চালিয়ে গণভোটের প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বাজার, বাস স্ট্যান্ড, উপজেলা পরিষদসহ পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গণভোটের গুরুত্ব তুলে ধরে ব্যানার ঝোলানো হয়েছে। এর বাইরেও সরকারিভাবে লিফলেট ছাপানো হয়েছে, যেখানে গণভোটের মূল বিষয়গুলো জানানো হচ্ছে। এই যেমন বরিশাল মডেল স্কুলের সাথেই এমন একটি বিলবোর্ড স্থাপন করেছে বরিশাল সিটি করপোরেশন। যেখানে গণভোট নিয়ে ১২টি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। যেটি দেশের বেশিরভাগ জায়গার ব্যানারেই দেখা গেছে। সরকারের পক্ষ থেকে এসব প্রচারণার পর মানুষদের মধ্যেও কথা বলে দেখা গেছে, শিক্ষিত মানুষদের কেউ কেউ এ নিয়ে খুব বেশি কিছু জানেন না। অন্তর্বর্তী সরকার বলছে, যদিও এই প্রচারণা খুব বেশি আগে শুরু করা যায়নি। যে কারণে সাধারণ মানুষদের কেউ কেউ এ নিয়ে জানেন না। বাপক প্রচার শুরুর পর এ নিয়ে জানা যাবে বলেও মনে করেন তারা। অধ্যাপক আলী রীয়াজ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এটি নিয়ে আগে মানুষের একদমই ধারণা ছিল না। প্রচারণা শুরুর পর মূল বিষয়গুলো ওনারা বুঝতে পারছেন। লোকজন এখন এ বিষয়ে অবহিত। আগে একদম ছিলেন না। মূল বিষয়গুলো ওনারা বুঝতে পারছেন।

**সরকারের বার্তা কতটা স্পষ্ট?**

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে একটি ব্রিজের সাথেই এমন একটি প্রচারণার বিলবোর্ড চোখে পড়ে। যেখানে গণভোটের প্রচারণার পাশাপাশি বিলবোর্ডে ১১টি পয়েন্ট যুক্ত করা হয়েছে। এসব প্রশ্ন বলা হয়েছে, আপনি কি এমন বাংলাদেশ

চান, যেখানে- তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) গঠনে সরকারি দল ও বিরোধী দল একত্রে কাজ করবে।

১. সরকারি দল ইচ্ছেমতো সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না।
২. সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান চালু হবে।
৩. বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হবেন।
৪. যত মেয়াদই হোক, কেউ সর্বোচ্চ ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।
৫. সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব পর্যায়ক্রমে বাড়বে।
৬. ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেন্টে একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে।
৭. দেশের বিচারব্যবস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করবে।
৮. আপনার মৌলিক অধিকারের সংখ্যা (যেমন : ইন্টারনেট সেবা কখনও বন্ধ করা যাবে না) বাড়বে।
৯. দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছেমতো ক্ষমা করতে পারবেন না।
১০ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য থাকবে।
১১. রাজনৈতিক দলের সাথে ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে সরকার যে জুলাই সনদ তৈরি করেছে, সেখানে ৪৭টি সাংবিধানিক সংস্কার ও ৩৭টি আইন ও বিধি সংস্কারের তালিকা করা হয়েছে।

অথচ সরকারের প্রচারণায় মাত্র ১১টি পয়েন্ট, আর গণভোটের ব্যালটে মাত্র চারটি পয়েন্ট যুক্ত করলে ভোটারদের কাছে এটি কতটা স্পষ্ট হবে, সেই প্রশ্নও সামনে আসছে। জবাবে ঐকমত্য কমিশনের তৎকালীন সহ-সভাপতি ও বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলী রীয়াজ বিবিসি বাংলাকে জানান, এখানে শুধু কি পয়েন্টস বা মূল বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, "নাগরিকরা সহজে যেগুলো বুঝতে পারবেন, সেগুলোকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেগুলো তাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি, সেই পয়েন্টসগুলো অমরা বিবেচনায় নিয়েছি। এটা আমরা বলার চেষ্টা করছি, এইগুলো কীভাবে তাদের অধিকারকে রক্ষা করতে পারে।" তিনি জানান, শুধু লিফলেট বা প্রচারণা না। এর বাইরেও সরকারের পক্ষ আলোচনায় বিষয়গুলোর বিস্তারিত তুলে ধরা হচ্ছে। এছাড়াও, সরকারের ওয়েব সাইটেও জুলাই সনদের বিস্তারিত পাওয়া যাচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

## পাহাড়ের ভোট কার দিকে যাচ্ছে?

পথে পথে ব্যানার-ফেস্টুন, প্রার্থী ও তাদের লোকজন ছুটছেন এলাকার এ প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে। নির্বাচনের এই যে আমেজ দেশের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে, সেই তুলনায় একেবারেই মলিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটির নির্বাচনি পরিবেশ। এর পেছনে দুইটি কারণের কথা জানা গেছে, ভোটার, স্থানীয় সাংবাদিক ও নির্বাচনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে। সবাই একবাক্যে বলেছেন, নির্বাচন মানে ভোটের লড়াই নিয়ে উৎসবের আমেজ, তবে এই জেলায় শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা তারা দেখেন না। আর অন্য কারণটি হলো, এবারের নির্বাচনে পার্বত্য অঞ্চলের কোনো আঞ্চলিক সংগঠনের কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। ফলে, এই নির্বাচনটি পাহাড়ি ভোটারদের একটা বড় অংশের কাছে 'পানসে' নির্বাচন। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নানা ইস্যুকে কেন্দ্রে করে কিছুদিন পরপর অনেকটাই অশান্ত হয়ে উঠছে পার্বত্য অঞ্চল। সংঘাত-সহিংসতায় প্রাণহানির ঘটনাও বেড়েছে গত দেড় বছরে। যে কারণে ভোটারদের অনেকেই বলেছেন, এই নির্বাচনে যারাই জিতুক, তারা যেন অন্তত পাহাড়ে শান্তি ও সম্প্রীতি ফেরাতে কাজ করেন।

ঠিক এই বিষয়টিই দেখা গেছে নির্বাচনি প্রচারণায়ও। প্রার্থীরা স্লোগানে স্লোগানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ভোটে জিতলে শান্তি ও সম্প্রীতি ফেরাবেন এই জেলায়। দেশের সবচেয়ে বড় এই জেলায় ১০টি উপজেলা রয়েছে। এর বড় একটা অংশ দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়। এমন ২০টি ভোটকেন্দ্রে এবার নির্বাচনি সরঞ্জাম ও কর্মকর্তাদের পাঠানো হবে হেলিকপ্টারে করে।

রাঙামাটির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন মুহাম্মদ রুহুল আমিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই এলাকায় নির্বাচনি কাজ সমতল এলাকার মতো না। এখানে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, আনসার, গোয়েন্দা সংস্থা, ইউপি চেয়ারম্যান, নির্বাচন অফিসসহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে মিলে একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে করতে হয়।" অন্যদিকে, এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ না থাকার কারণেও কোথাও কোথাও সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে সংকটের আশঙ্কা করছেন ভোটারদের কেউ কেউ।

### ভোটাররা চান পাহাড়ে শান্তি ফিরুক

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান- বাংলাদেশে এই তিনটি পার্বত্য জেলা। অন্যান্য জেলায় যেখানে জনসংখ্যা বিবেচনায় একাধিক সংসদীয় আসন আছে, তবে পার্বত্য এই জেলাগুলোর প্রতিটিতে আসন একটি করে। এই তিন জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটারের আসন রাঙামাটি। পাহাড়- ঝরনা-হ্রদ বেষ্টিত অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই জেলাটি দেশের অন্যতম একটি পর্যটন স্থানও। সেই সাথে আছে বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস। সারা বছরই দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা ঘুরতে আসেন এই জনপদে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঠিক যতটা, তার বিপরীতে নানা বঞ্চনা আর বৈষম্যের অভিযোগও আছে এই পার্বত্য জেলায়। যে কারণে আগামী নির্বাচন ঘিরে ভোটাররাও তাদের প্রত্যাশার কথাগুলো তুলে

ধরছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের কাছে। পার্বত্য এ অঞ্চলের প্রকৃতি শান্ত আর সৌন্দর্যে ঘেরা। কিন্তু নানা সংঘাত, সহিংসতায় নানা কারণে প্রায়ই অশান্ত হয়ে এই পাহাড়ি অঞ্চল।

রাঙামাটি কলেজ মোড় এলাকায় কথা হয় নাফিজ হোসেন নামের এক তরুণের সাথে। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, এই জেলায় ভোটারদের চাহিদা অনেক কম। তার মধ্যে বড় একটা চাহিদা জাতিগত সম্প্রীতি। ব্যাখ্যা করে তিনি বলছিলেন, কিছুদিন পরপরই ছোটখাটো ইস্যুকে কেন্দ্র করে হঠাৎই সংঘাত- সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। বাড়িঘরে আগুন কিংবা হত্যাযজ্ঞের মতো ঘটনাও ঘটে। শহর থেকে বাইরে অসাম বস্তি বাজার এলাকায় কথা হয় সুমিত মারমার সাথে। তিনি বলছিলেন, এই সহিংসতার প্রভাব কীভাবে পড়ে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ওপর। তার ভাষায়, অন্যতম পর্যটন এলাকায় হওয়ায় সারা বছরই পর্যটক আসেন এই এলাকায়। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে যখন পাহাড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন পর্যটক আসা বন্ধ হয়ে যায়। যারা বিভিন্ন ধরনের পর্যটনকেন্দ্রিক ব্যবসায় জড়িত তারা পড়েন সবচেয়ে বড় সংকটে। শহরের কলেজ মোড় এলাকায় কথা হয় সত্তরোর্ধ মোহাম্মদ সিরাজুদ্দৌলার সাথে। তিনি বলছিলেন, দিন দিন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। মানুষের পকেটে টাকা নেই। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কিন্ত সরকারের পক্ষ থেকে এসব নিয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ তিনি দেখছেন না। রাঙামাটির বেশিরভাগ ভোটারই বলেন, জেলায় পাহাড়ি-বাঙালি সম্প্রতি ধরে রাখা গেলে অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারত্বের সমস্যাও সহজে দূর করা যেত। যদিও শান্তির টেকসই বা সঠিক কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ ভোটারদের অনেকের।

**নির্বাচনে ফ্যাক্টর আঞ্চলিক সংগঠন**

পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে পাঁচ লাখ নয় হাজার ভোটারের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ভোটার বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এবং ভোটারদের মাঝে বেশ প্রভার রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর। বিশেষ করে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বা জেএসএস এর বিপুল পরিমাণ সমর্থন রয়েছে পাহাড়ি ভোটারদের মাঝখানে। এই জেএসএসের প্রভাব পার্বত্য তিন জেলায় থাকলেও সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাঙামাটিতে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিএনপি সারা দেশে ভোট বয়কট করায় ১৫৩ আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা জিতেছিল। আর বাকি যে ১৪৭টি আসনে ভোট হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই রাঙামাটি। ২০১৪ সালের ওই নির্বাচনে রাঙ্গামাটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দীপংকর তালুকদারকে হারিয়ে জেএসএসের সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে চমক দেখিয়েছিলেন। তবে, ২০১৮ সালের প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে ঊষাতন তালুকদার অংশ নিলেও ওই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ছিল এবং সেই ভোটে মি. তালুকদার আর জয় পাননি। জয় পান আওয়ামী লীগ প্রার্থী। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের একতরফা নির্বাচনে প্রার্থী দেয়নি জেএসএস সমর্থকরা। যে কারণে এই জেলার ভোটার উপস্থিতি ছিল অনেক কম। এমনকি আটটি ভোটকেন্দ্রে কোনো ভোটারই ভোট দিতে যাননি।

স্থানীয় এক গণমাধ্যমকর্মী বিবিসি বাংলাকে বলেন, পাহাড়ি এই সংগঠনগুলোর নিজেদের মধ্যে ইউনিটি বেশ শক্ত। তারা যখন সিদ্ধান্ত নেয়, একসাথেই নেয়। যে কারণে তারা যদি সবাই মিলে ভোট বয়কট করে, তাহলে ভোটকেন্দ্রে কোনো ভোটারই যাবে না। আবার, অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকারের সময় অন্য অনেক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিলেও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় জেএসএস। যে কারণ নির্বাচন ঘিরে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভাবা হচ্ছিল, তা অনেকাংশেই মলিন বলে মনে করছেন ভোটাররা।

**সুবিধায় বিএনপি, জামায়াত জোটে অসন্তোষ**

রাঙামাটিতে এবার বিএনপির হয়ে নির্বাচনের মাঠে লড়ছেন আইনজীবী দীপেন দেওয়ান। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে রয়েছেন তিনি। এলাকায়ও তার পরিচিতি রয়েছে বলে জানাচ্ছেন ভোটাররা। স্থানীয় বেশ কয়েকজন ভোটার বলছিলেন, এবারের নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলোর কোনো প্রার্থী না থাকায় সুবিধা পেতে পারেন মি. দেওয়ান। পাহাড়ি ভোটারদের ভোট তার দিকেও চলে যেতে পারে- এমন সম্ভাবনা দেখছেন তারা। মি. দেওয়ান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমি সবার ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়েই নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। ভোটারদেরও সাড়া পাচ্ছি।" তিনি এটাও বলেন, এবারের নির্বাচনে জয় পেলে তিনি সবার আগে গুরুত্ব দেবেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষার কাজে। অন্যদিকে, গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই জেলায় প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মোখতার আহমেদ। তিনি জামায়াত থেকে মনোনয়নও সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জোটের নির্বাচনি সমঝোতায় এই আসনটি ছাড়তে হয়েছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের প্রার্থী আবু বকর সিদ্দিককে। ভোটাররা বলছেন, তাদের মাঝে এই প্রার্থীর পরিচিতি তুলনামূলক কম, অন্যদিকে তাকে নিয়ে আগে থেকে প্রচারণাও ছিল না তেমন। মি. সিদ্দিক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছি। জামায়াত ও এনসিপি আমাদের সাথে আছে। আমরা আশা করছি, ভোটের মাঠে আমরা ভালো করবো।" এই দুই জোটের বাইরেও জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, ইসলামী আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ এবং স্বতন্ত্র একজনও লড়ছেন নির্বাচনের মাঠে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

## 'তালিমের' নারীরা চালাচ্ছেন জামায়াতের প্রচারণা, বিএনপির কর্মীরা চাচ্ছেন 'ওয়াদা'

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অংশ নিতে যাওয়া সাড়ে ১২ কোটির বেশি ভোটারের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী, যাদের বড় অংশ আবার তৃণমূল পর্যায়ের। নির্বাচনের পর কোন দল সরকার গঠন করবে, তাতে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠবে

তৃণমূলের এই নারী ভোটাররা। আর তাই নানাভাবে তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে বড় দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি ও জামায়াত। এক্ষেত্রে ধর্ম নিয়ে আলোচনার কথা বলে নারীদের জমায়েত বা তালিম করে অনেক আগে থেকেই নারীদের মধ্যে প্রচার-প্রচারণা চালানোর অভিযোগ উঠেছে জামায়াতের বিরুদ্ধে। প্রচারণা শুরুর পর বিএনপির দিক থেকেও ধর্মকে ব্যবহার করে নারী ভোটারদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করার বিষয়টি সামনে আসছে। ফলে নির্বাচনি আচরণবিধি ভেঙে ধর্মকে ব্যবহারের নজির সৃষ্টির আঙুল উঠছে দুই দলের দিকেই। অন্যদিকে নির্বাচন নিয়ে তৃণমূলের নারী ভোটারদের মধ্যে যেমন নানা ধরনের আশা-প্রত্যাশা আছে, গণভোট নিয়ে তাদের মধ্যে দেখা গেছে সংশয়ও।

**সরেজমিনে নোয়াখালী পাঁচ আসনের প্রচারণা**

২৪ জানুয়ারি, বেলা আড়াইটা। সাধারণত দুপুরের সময়টিকেই নারীদের মধ্যে প্রচার-প্রচারণার জন্য বেছে নিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নারী কর্মীরা। কারণ, সারা দিনের ব্যস্ততা শেষে তখনই কিছুটা বিশ্রামের সময় পান 'গেরস্ত' নারীরা। সরেজমিনে নোয়াখালীর নেয়াজপুর ইউনিয়নের দেবীপুরে গিয়ে দেখা যায়, বাড়ি বাড়ি হেঁটে নিজেদের প্রার্থীর জন্য ভোট চাইছেন দলটির নারী কর্মীরা। পাশাপাশি বলছেন গণভোটের কথাও। তবে ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে ধর্মকে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে। এমনকি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির দাবি, অনেক আগে থেকেই ধর্ম নিয়ে আলোচনা বা তালিমের নামে নারীদের জড়ো করে চালানো হচ্ছে প্রচারণা, চাওয়া হচ্ছে বিকাশ ও এনআইডি নম্বর। যদিও বিষয়টি অস্বীকার করছে তারা। "কেন এসব অপপ্রচার করছে তারাই জানে। আমরা বিকাশ নাম্বার, এনআইডি কেন নেবো, এটাতো আমাদের প্রয়োজন নাই," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় কর্মী তানজীমা আক্তার রিমা। আগে তালিম করলেও নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হওয়ার পর উপর মহলের নির্দেশনায় তা বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি অবশ্য স্বীকার করলেন তিনি। বললেন, "এখন আমরা বোনেরা প্রচারণায় নেমে যাব। এখন আর আমাদের তালিমের প্রয়োজন নেই।" তবে তালিম করার সময় যারা তাদের কথাবার্তা পছন্দ করেছেন, তাদের অনেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে জামায়াতের নারী কর্মীদের 'সঙ্গী' হয়েছেন বলেও জানান মিজ রিমা। "ওই বোনদের সাথে করে আমরা বের হইছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য- আমরা দুনিয়াতে তো পাইতেছি না, আমরা আখিরাতে পাবো। ওই কথা বলে ওই বোনগুলোকে নিয়ে আমরা বেরোই," বলেন তিনি।

অনেকটা একইভাবে নারী ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে নারী কর্মীদের কাজে লাগাচ্ছে স্থানীয় বিএনপিও। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণায় বলছেন প্রতীকের কথা, দিচ্ছেন নানা আশ্বাস। তবে শোনা যায়নি গণভোট নিয়ে কোনো আলাপ। "এলাকাতে আমাদের ১২ জনের মহিলা টিম আছে। আমরা মহিলা টিমগুলো নিয়ে প্রতিটা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধানের শীষে তারেক রহমানের জন্য ভোট চাইছি," বলছিলেন নেয়াজপুর ইউনিয়ন মহিলা দলের সভাপতি খতিজা বেগম। একইসাথে জামায়াতের বিরুদ্ধে ধর্মকে হাতিয়ার করার অভিযোগ তুলে প্রচারণার সময় সে বিষয়টি নিয়েও সচেতন করার কথা জানান তিনি। বলেন, "অনেক মহিলা গ্রামে গ্রামে তালিম করে জামায়াতে ভোট দিতে বলে। আমরা আবার এদের সচেতন করে বলি, জামায়াতে ভোট দিয়ে কেউ বেহেশতে যাইতে পারে না। আমার বেহেশত আমার লগে।" নারীদের মধ্যে প্রচারণার সময় বিএনপির পুরুষ কর্মীরাও কখনও কখনও সাথে থাকেন বলে জানিয়েছেন দলটির নেতা-কর্মীরা, যা জামায়াতের থেকে ব্যতিক্রম। তবে, নারীদের মাঝে প্রচারণার সময় ধর্মের ব্যবহারে পিছিয়ে নেই বিএনপিও

নিজেদের প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্য নারীদের কাছ থেকে 'ওয়াদা' চাওয়ার দৃশ্যও ধরা পড়ে বিবিসির ক্যামেরায়। আবার দলটির স্থানীয় পুরুষ সমর্থকদের স্ত্রীদের ভোটও বিএনপি পাবে, এমন বিশ্বাসের কথা জানান তৃণমূল বিএনপির এক নেতা। বলেন, যেহেতু সংসার করছে, তাই তার কথার বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই স্ত্রীর। "কারণ আমি তার স্বামী। সে তো বেহেশত-দোজখ চেনে। এই সুবাদে যে, যদি আমার নির্দেশনা উপেক্ষা করে, তাহলে সে তো জাহান্নামি হবে, আর আদেশ পালন করলে জান্নাতি হবে," বলছিলেন নেয়াজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল উদ্দিন বাবুল।

**প্রচারণায় বাধা পাওয়ার অভিযোগ জামায়াতের**

কেন্দ্র থেকে পাঠানো নির্দেশনা অনুসরণ করে তিনজনের ছোটো টিম করে কর্মীরা ভাগ হয়ে নারী ভোটারদের মধ্যে প্রচারণা চালাচ্ছেন বলে জানান স্থানীয় মহিলা জামায়াতের শূরা কর্মপরিষদ সদস্য খালেদা নার্গিস। তবে ঘরে ঘরে গিয়ে নারীদের মধ্যে প্রচার-প্রচারণা চালানোর সময় বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা কোনো সমস্যার মুখোমুখি না হলেও বাধার সম্মুখীন হওয়ার কথা জানিয়েছেন দলটির নারী কর্মীরা। গত বৃহস্পতিবার জামায়াতের একজন কর্মীর বাড়িতে আয়োজিত নারীদের উঠান বৈঠককে কেন্দ্র করে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। তাদের দাবি, বিএনপির অঙ্গসংগঠন যুবদলের একজন কর্মী সেই আয়োজনে বাধা দেন। "আমাদের ভাইরা বললো ঘরোয়া কিছু করি, মহিলাদের দাওয়াত দেবেন। তারা আমাদের কথা শুনবে। প্রার্থীর সামনে ওরা (বিএনপির কর্মী) চিৎকার করছে। কয় যে, কেন এখানে জামায়াতের কর্মীরা আসবে, ভিন্ন পুরুষ কেন আসবে," বলছিলেন জামায়াতের কর্মী কামরুন্নাহার। এছাড়াও, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়ার সময়ও নানা ধরনের কটূক্তি ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গির শিকার হওয়ার অভিযোগ করেছেন দলটির নারী কর্মীরা। যদিও সেসব দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন বিএনপির তৃণমূল পর্যায়ের নেতারা। ওই ঘটনার বিষয়ে জানতে পারার পর জামায়াতের স্থানীয় নেতাদের সাথে কথা বলে সমাধান করা হয়েছে বলে জানান মি. বাবুল।

**নারী ভোটারদের প্রত্যাশা আর সংশয়**

নোয়াখালী-৫ আসনে মোট ভোটার আছে পাঁচ লাখের বেশি। এর মধ্যে ৪৮ শতাংশ, অর্থাৎ ২ লাখ ৪২ হাজার ৭২ জন নারী ভোটার। ফলে অন্য অনেক জায়গার মতো জাতীয় নির্বাচনে ওই আসনেরও জয় নির্ধারণে বড় একটি ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে নারী ভোটাররা। আসনটির ভোটার ৭৫ বছর বয়সি আফরোজা বেগম। নির্বাচন নিয়ে শুনছেন নানা আলাপ। প্রচারণায় গিয়ে তার কাছে ভোট চেয়েছে রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা। দিয়েছেন নানা আশ্বাসও। কিন্তু তাতে খুব বেশি ভরসা করতে পারছেন না তিনি। "আশ্বস্ত কইরে আংগোরে (আমাদের) রেশন দিবো, ওইটা দিবো, হেইটা দিবো। অন কন লাইগছে (এখন এসব বলছে)। হিয়ান বা দি দেয় না, নো দেয় হেইটা হেতারা, এ না জানে (পরে দেবে কি না সেটা তারাই জানে)। আমরা কেমনে জানি," বলছিলেন তিনি। একইসাথে গণভোটে 'হ্যাঁ'-'না' ভোট দেওয়ার বিষয়টিও তার কাছে পরিষ্কার না। 'হাঁ' কেনে দিবো, না কেনে দিবো? কিয়া কয়, হেই কতা বুজি না।" একই আসনের ভোটার শাহিদা আক্তার লাভলী। এই গৃহিণী চান এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন। নির্বাচনের পর নিরাপত্তা পরিস্থিতি ভালো হবে বলে আশা করছেন লাইলী বেগম, "বাড়িতে থাকা অনেক সমস্যা হয়- চোর ডাকাতের ভয়। এগুলা ভালো করলে হয় আর কী।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

## তাহাজ্জুদ কিংবা ফজরের পর ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার কথা আসছে কেন

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে 'তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন' কিংবা 'ফজরের নামাজ পড়েই ভোটের লাইনে দাঁড়াতে হবে'- নির্বাচনি সভা সমাবেশে রাজনৈতিক নেতাদের এ ধরনের বক্তব্যগুলো নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে যে, মধ্যরাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে কিংবা ভোরে ফজরের নামাজের পরই ভোটকেন্দ্রে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানোর জন্য কেন বিভিন্ন দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা তাদের সমর্থকদের আহ্বান জানাচ্ছেন। আবার এ কথাও উঠছে যে, চাইলেই নির্বাচনের দিন ভোট আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই ভোটাররা ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াতে পারেন কি-না। নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশৃঙ্খলা না হলে ভোটাররা কেন্দ্রে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে আইনগত কোনো সমস্যা নেই। তবে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সীমার আগে তারা ভোটদানের জন্য কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ পাবেন না। তাদের মতে, ভোটের সময়ে রাজনৈতিক নেতারা 'রাজনৈতিক বক্তৃতা' হিসেবেই কিংবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের কর্মী সমর্থকদের চাঙ্গা করতে তাদের নিজস্ব 'আক্রমণাত্মক বক্তব্যের অংশ' হিসেবে এসব বক্তব্য দিয়ে থাকতে পারেন। তবে 'তাহাজ্জুদ বা ফজরের' পর লাইনের দাঁড়ানোর প্রসঙ্গটি এমন সময় এলো, যখন দেশের ভোটের আলোচনায় ২০১৮ সালের নির্বাচনটি 'রাতের ভোটের' নির্বাচন হিসেবে এখনো আলোচিত হচ্ছে। এর বাইরে বিভিন্ন সরকারের সময়ে দেশের অধিকাংশ নির্বাচনেই কম বেশি কেন্দ্র দখল ও কারচুপির মতো অভিযোগ উঠেছিল। প্রসঙ্গত, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ওইদিন একই সাথে গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে।

**তাহাজ্জুদ ফজর প্রসঙ্গ এলো কীভাবে**

মঙ্গলবার ময়মনসিংহে একটি জনসভায় ভোটের দিন সকলকে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সন তারেক রহমান বলেছেন, ভোটকেন্দ্র পাহারা দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তার ভাষায়, "সকলকে সাথে নিয়ে ভোটকেন্দ্রের সামনে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। আর ভোট দিয়ে সাথে সাথে চলে আসলে চলবে না, (ভোটকেন্দ্রে) থাকতে হবে, কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিয়ে আসতে হবে।" তার এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দেন। তার মতে, বহু বছর হয়ে গেছে মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। "এর আগে, বিভিন্ন জন আমাদের ভোট লুটপাট করে নিয়ে গেছে। তাই আমাদের সজাগ থাকতে হবে, যাতে কেউ আমাদের ভোট লুটপাট করে নিতে না পারে। পারবেন তো পাহারা দিয়ে সতর্ক থাকতে?" তার এই প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ'-সূচক ধ্বনি ভেসে আসে উপস্থিত জনতার দিক থেকে। এর আগে, সরকারি বার্তা সংস্থা বাসসসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে গত ২২ জানুয়ারি 'ভোটের দিন তাহাজ্জুদ পড়েই কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিন : তারেক রহমান'-শিরোনামে খবর প্রকাশ করে।

হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মাঠে নির্বাচনি সমাবেশে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা বাসস-এর সংবাদটিতে মি. রহমানকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়, "অনেকেই বলে, ফজরের নামাজ পড়ে ভোটের লাইনে দাঁড়াতে হবে। আমি বলব, এবার তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। ভোটকেন্দ্রের সামনে গিয়ে জামায়াতে ফজরের নামাজ পড়ে তারপর ৭টায় গিয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, এবারের ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" কেন, এমন সতর্ক থাকতে হবে বলে তিনি মনে করছেন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ওই বক্তৃতায় দিয়েছেন মি. রহমান। তিনি বলেছেন, "এরই ভেতরে কিন্তু ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বর্তমান সরকার প্রবাসীদের ভোটের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু, একটি রাজনৈতিক দল সবগুলো পোস্টাল ব্যালট দখলের চেষ্টা করছে। সজাগ থাকতে হবে। আগে যেভাবে ভোট ডাকাতি হয়েছে, এখন তারা ভোট দখলের চেষ্টা করছে, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চেষ্টা করছে। শুধু সজাগ না, সতর্ক থাকতে হবে।"

পরে আরেক জনসভায় তিনি বলেন, "তাহাজ্জুদের সময় উঠতে হবে এইবার। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে যার যার ভোটকেন্দ্রের সামনে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়বেন। আবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে একটি দলের। যারা নিরীহ মা-বোনদের বিভ্রান্ত করে এনআইডি নাম্বার নিচ্ছে, বিভিন্ন কথা বার্তা বলছে- তারা একাত্তরে যে আমরা দেশ স্বাধীন

করেছিলাম লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে, সে সময় তাদের একটি ভূমিকা ছিল। লক্ষ লক্ষ মা-বোনের সম্মানহানি হয়েছিল সেদিন। তারা কি জিনিস বাংলাদেশের মানুষ দেখে ফেলেছে। কাজেই এ ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে।" মি. রহমানের এসব বক্তব্যের পর পাল্টা বক্তব্য এসেছে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন দশ দলীয় জোটের নেতাদের দিক থেকেও। মাগুরায় ২৬শে জানুয়ারি এক পথসভায় জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, "আপনারা চারদিকে খেয়াল রাখবেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের দিন কোনো চিল ছোঁ মেরে ভোট নিয়ে যাবে তা হবে না।" ঝালকাঠিতেও এক সমাবেশে তিনি বলেন, "আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে নতুন ইতিহাস রচিত হবে। বিগত দিনের মতো যদি কেউ ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং বা কেন্দ্র দখলের চেষ্টা করে, তবে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।" একই প্রসঙ্গে পটুয়াখালীর বাউফলে এক সমাবেশে জামায়াত জোটে থাকা এনসিপির একজন নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ফজর নামাজ পড়বেন। ভোটের ফলাফল নিয়ে বাড়িতে আসবেন। কোনো চাঁদাবাজ টেন্ডারবাজের হাতে ভোটকেন্দ্রে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। আমরা মায়েদের নিয়ে ভোটকেন্দ্র পাহারা দেব।" এরপর সোমবার লক্ষ্মীপুরে এক সমাবেশে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বিএনপির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, "বলা হচ্ছে, তাহাজ্জুদ নামাজের পর ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে। তাহাজ্জুদের পরেই তারা সিল মারার পরিকল্পনা করছে। ভোটকেন্দ্র দখলের পাঁয়তারা করছে। ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের নেতা-কর্মীরা এসব ষড়যন্ত্র রুখে দেবেন।"

**ভোটকেন্দ্র নীতিমালা ও আরপিও**

নির্বাচন কমিশনের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ জেসমিন টুলি বলছেন, ভোটকেন্দ্র, ভোটগ্রহণ ও ব্যালট বাক্স ব্যবস্থাপনাসহ সবকিছুই পরিচালিত হয় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও অনুযায়ী। এছাড়া, ভোটকেন্দ্র নীতিমালাও রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। "এবার ভোট শুরু হবে সকাল সাড়ে ৭টায়। ফলে কর্মকর্তা, পোলিং এজেন্টসহ সংশ্লিষ্টরা তার আগেই আসতে হবে সাড়ে ৭টার আগে ভোটগ্রহণের প্রাথমিক সব প্রস্তুতি শেষ করার জন্য। ফলে ভোটাররা ফজরের পর এসে লাইনে দাঁড়াতেই পারে। কিন্তু তারা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন কমিশন নির্ধারিত সময় থেকেই," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। এবারের নীতিমালা অনুযায়ী, গড়ে তিন হাজার ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র এবং গড়ে ৫০০ পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৪০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি করে কক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। প্রসঙ্গত, প্রতিটি ভোটকেন্দ্র ঘিরে কমিশন সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, বিজিবি ও আনসারসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের সমন্বয়ে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়ার কথা আগেই জানিয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি জানানো হয়েছে, নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ৯ লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করবে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্তত ১৫ জন সদস্য ছাড়াও সিসি ক্যামেরা ও পুলিশ সদস্যদের শরীরেও ক্যামেরা থাকবে। এবার প্রায় ৪৩ হাজার কেন্দ্রে প্রায় আড়াই লাখ ভোটকক্ষ থাকবে, আর ভোটার সংখ্যা পৌনে ১৩ কোটি। ভোট বাধাগ্রস্ত হলে কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা, পুনরায় ভোটের সিদ্ধান্ত এবং প্রয়োজন হলে পুরো নির্বাচনি কার্যক্রম স্থগিত করার ক্ষমতা কার হাতে থাকবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছে কমিশন। সাধারণত এর আগে নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আটটা থেকে শুরু হলেও ভোটারদের আরও আগেই এসে লাইনে দাঁড়াতে দেখা যেত। মূলত ভোর ৬টার দিক থেকেই অনেক ভোটার কেন্দ্রের দিকে আসেন বা আসতে শুরু করেন। এবার নির্বাচনের ভোটগ্রহণের সময় সাড়ে ৭টায় নির্ধারণ করেছে নির্বাচন কমিশন।

**তাহাজ্জুদ বা ফজর আলোচনায় কেন**

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী লীগ আমলে গত তিনটি নির্বাচনই ছিল একতরফা, বিতর্কিত ও অনিয়মের অভিযোগে অভিযুক্ত। ২০১৪ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশই নেয়নি। এরপরেও দুটি নির্বাচনেই ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল তখনকার সরকারি দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। আর ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশ নিলেও ওই নির্বাচনে আগের রাতেই ব্যালট বাক্স ভর্তি করে রাখার অভিযোগ ওঠে। ফলে এরপর থেকে বিরোধীরা এই নির্বাচনকে 'রাতের ভোট' হিসেবেই বর্ণনা করে আসছে। এখন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সভা সমাবেশে তাহাজ্জুদ কিংবা ফজরের নামাজের পর কেন্দ্রে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানোর প্রসঙ্গ আসায় এটিও তাই অনেকের দৃষ্টিতে এসেছে। তাদের প্রশ্ন, রাতে কিংবা ভোরে কেন্দ্রে যাওয়া বা কেন্দ্র দখল করতে দেওয়া হবে না- এসব প্রসঙ্গ এখন আসছে কেন। যদিও নির্বাচনের সময় দল ও রাজনৈতিক নেতারা পরস্পরকে ঘায়েল করতে কিংবা কর্মী সমর্থকদের চাঙ্গা করতে নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে থাকেন বলে প্রচলিত আছে।

নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. আব্দুল আলীম বলছেন, এবারের নির্বাচনের সময় এগিয়ে এনে সাড়ে ৭টা করেছে কমিশন এবং এই সময়ের আগে লাইনে দাঁড়ালেও কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবে না। তিনি বলেন, তাহাজ্জুদ বা ফজরের পরের কথা বলে নেতারা তাদের সমর্থকদের সকাল সকাল কেন্দ্রে আসতে হয়ত উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন। "রাজনৈতিক নেতাদের কথার ইতিবাচক দিক হলো তাদের সমর্থকরা ভোরে কেন্দ্রে আসবেন ও ভোটের জন্য প্রস্তুত হবেন। আর ভিন্নভাবে দেখলে এটিকে পরস্পরকে রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল করার চেষ্টা হতে পারে। তবে এদেশে সব দলই চায় সার্বিক

পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে থাকুক বা তেমন একটি পরিবেশ তৈরি হোক। সে চিন্তা থেকেও এমন মন্তব্য আসতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

## স্পাইক্যাম বা গোপন ক্যামেরায় ছবি, ভিডিও ধারণ করলে কী করবেন নারী?

বাংলাদেশের টাঙ্গাইল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নারী চিকিৎসকদের ওয়াশরুমে 'স্পাই ক্যামেরা' লাগানোর অভিযোগে সেখানকার একজন ইন্টার্ন চিকিৎসককে গ্রেফতারের পর পাঁচদিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। ওই হাসপাতালের পরিচালক ডা. আব্দুল কুদ্দুস পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে তার বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেছেন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন টাঙ্গাইল সদর থানার ওসি রুহুল আমিন। ওই হাসপাতালেরই ইন্টার্ন একজন নারী চিকিৎসকের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সোমবার পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। স্পাই ক্যাম বা গোপন ক্যামেরা ব্যবহার করে নারীর অজান্তে ছবি তোলা বা ভিডিও করার এমন ঘটনা বাংলাদেশে এটাই প্রথম নয়। যদি কোনো নারী এ ধরনের ঘটনার শিকার হন, তবে তিনি কী করবেন? কোন আইনে প্রতিকার পাওয়া যাবে? অথবা কী ধরনের আইনি সুরক্ষা পেতে পারেন ভুক্তভোগী নারী?

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও নারী অধিকার কর্মীরা বলছেন, যদি কোনো ব্যক্তি নারীর অজান্তে বা সম্মতি ছাড়া তার ছবি তোলে বা ভিডিও ধারণ করে প্রচার করে, তাহলে এটি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ও আইনজীবী এলিনা খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এটা ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবে গণ্য হবে। যারা এ ধরনের কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।" তবে এ ধরনের ঘটনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের নারীরা এখন আগের চেয়ে অনেকখানি সচেতন হয়েছেন বলে মনে করেন এই আইনজীবী। এলিনা খান বলছেন, অনেক সময় সামাজিক মর্যাদা, লোকলজ্জার ভয়ে নারীরা এ ধরনের ঘটনায় চুপ করে থাকেন। তবে সচেতনতা বাড়াতে এই ধরনের অপরাধের যে গুরুতর শাস্তি আছে, সেটির প্রচার বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন মিজ খান।

### টাঙ্গাইলে যা ঘটেছে

একজন নারী ইন্টার্ন চিকিৎসকের লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় হাসপাতালের সার্জারি ইউনিট-১ এর ৯০৭ নম্বর কক্ষে কর্মরত ছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে ওই রুমের সাথে থাকা ওয়াশরুম ব্যবহারের জন্য ভেতরে ঢুকলে সেখানে একটি স্পাই কলম ক্যামেরা লুকিয়ে থাকতে দেখতে পান তিনি। ওই কলম ক্যামেরাটি নারী চিকিৎসক সঙ্গে নিয়ে বাথরুম থেকে বের হন। ওই সময় কর্মরত পুরুষ ইন্টার্ন চিকিৎসক ক্যামেরাটি তাকে দেওয়ার জন্য বলেন। ওই নারী চিকিৎসক সেটি দিতে অস্বীকার করেন। পরে সেটি নেওয়ার জন্য জোর-জবরদস্তি করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। এতে হাতে আঘাত পান নারী ইন্টার্ন চিকিৎসক। পরে নিজেকে রক্ষা করতে পাশের ইউনিটে চলে যান ওই নারী ইন্টার্ন চিকিৎসক। লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, ওই নারী চিকিৎসক ওয়াশরুম ব্যবহার করতে যাওয়ার সময় তাকে থামিয়ে ভেতরে ঢোকেন। অন্য নারীরা ওয়াশরুম ব্যবহার করতে গেলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রায়ই আগে ঢুকে যেতেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ইন্টার্ন চিকিৎসকের ইন্টার্নশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেই তদন্ত কমিটিতে সাক্ষ্য দিতেই সোমবার হাসপাতালে এসেছিলেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। হাসপাতালে তার উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়লে তার বিচারের দাবিতে চিকিৎসকরা বিক্ষোভ শুরু করে। একপর্যায়ে পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে অভিযুক্ত শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে হেফাজতে নেয়। পরে মঙ্গলবার এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করার পর তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

### অতীতের আলোচিত কয়েকটি ঘটনা

বাংলাদেশে নারীরা এ ধরনের ঘটনার শিকার এবারই প্রথম হয়েছেন এমন নয়। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে কখনও বিউটি পার্লারে বা কখনও বুটিক শপের চেঞ্জিং রুমসহ বিভিন্ন স্থানে এমন ঘটনার শিকার হয়েছেন নারীরা। এমন যে-সব ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল হয়েছিল, তার মধ্যে ২০১১ সালে বিউটি পার্লার পারসোনার সেবা কক্ষে বা পোশাক পরিবর্তনের স্থানে সিসি ক্যামেরা থাকার অভিযোগ অন্যতম। এই ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিল এই পার্লারটি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং নারী অধিকার কর্মীদের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়ে সেসময় প্রতিষ্ঠানটি। পরে অবশ্য অভিযোগকারী নারীর স্বামী এবং পারসোনা কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিষয়টিকে 'ভুল বোঝাবুঝি' বলে আখ্যায়িত করেন। বাংলাদেশের সকল গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত খবরও প্রকাশিত হয়েছিল সেসময়। ওই সময় পুলিশ একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছিল। শুধু তাই নয়, এই ঘটনাটি দেশের উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ঢাকার বিচারিক আদালতের পাঁচজন আইনজীবী সেসময় পারসোনার ব্যবস্থাপনা পরিচালক কানিজ আলমাসকে একটি লিগ্যাল নোটিশও পাঠিয়েছিল। পরে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী আইনজীবী এলিনা খান রিট করেন হাইকোর্টে। পরে রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে দেশের সব বিউটি পার্লারের সেবা কক্ষ থেকে সিসি ক্যামেরা অপসারণের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। একইসাথে বিউটি পার্লারে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের একটি নীতিমালা কেন তৈরি করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুলও দেওয়া হয়েছিলেন। তবে, পরে আর সেই রুলের শুনানি হয়নি বলে জানা গেছে।

২০২৩ সালে আরেকটি বিউটি পার্লার উইমেন্স ওয়ার্ল্ড এ গোপনে ভিডিও ধারণের অভিযোগে সেখানকার তিনজন কর্মকর্তাকে গ্রেফতারও করা হয়। ওই বছর ডিসেম্বরে এই প্রতিষ্ঠানটির ধানমন্ডি শাখায় গোপনে স্পর্শকাতর ভিডিও ধারণ ও সংরক্ষণের জন্য ভুক্তভোগী এক নারীর মৌখিক অভিযোগে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেছিল। ভুক্তভোগী নারী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় থানায় লিখিত অভিযোগ করেনি কিন্তু পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ঘটনার সত্যতা পেয়েছিল। পরে পুলিশ বাদী হয়ে পর্নোগ্রাফি আইনের মামলাটি দায়ের করেছিল। গোপনে নারীর পোশাক বদলানোর ভিডিও ধারণের আরেকটি অভিযোগ ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল ২০২০ সালের জানুয়ারিতে। ফ্যাশন ও গৃহস্থালি সামগ্রীর একটি সুপারস্টোর বা ব্রান্ড আড়ং-এ এই ঘটনাটি ঘটেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। প্রতিষ্ঠানটির সাবেক এক কর্মীর বিরুদ্ধে তার নারী সহকর্মীদের পোশাক বদলানোর দৃশ্য গোপনে ভিডিও ধারণের অভিযোগ ওঠার পর ওই ব্যক্তির মোবাইল ফোনে এ ধরনের শতাধিক ভিডিও সেসময় পুলিশ পেয়েছিল। ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি বিবিসি বাংলায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, ওই ব্যক্তি ধারণ করা সেসব ভিডিও ব্যবহার করে একাধিক নারীকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছিল। একজন নারী বিক্রয় কর্মীর সাথে অসদাচরণের অভিযোগে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বরখাস্ত করেছিল আড়ং। ভুক্তভোগী নারী তখন বনানী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। পরে পুলিশের সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট এজাহার দায়ের করে। এর কয়েকদিন পর অভিযুক্ত সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

এরও আগে, ২০১৬ সালে উত্তরায় 'স্টুডিও ২০০০' নামে আরেকটি পার্লারে গ্রাহকদের অজান্তে সেবা গ্রহণের ব্যক্তিগত দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড করার অভিযোগ ওঠে। যে-সব কক্ষে সেবা দেওয়া হয়, সেখানে ভিডিও ধারণের এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করা হয়। যদিও পার্লার কর্তৃপক্ষ তখন অভিযোগ অস্বীকার করে ওই সেবা কক্ষগুলোতে সিসি ক্যামেরা ছিল না বলে দাবি করেছিল।

**নারী কোন আইনে সুরক্ষা পাবেন?**

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং নারী অধিকার কর্মীরা বলছেন, এই ধরনের ঘটনায় একাধিক আইনের অধীনে শক্তিশালী আইনি সুরক্ষা ও প্রতিকার পেতে পারেন ভুক্তভোগী নারী। বাংলাদেশের কয়েকটি আইনে এই অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। তবে সমস্যা হলো, অনেক সময় ভুক্তভোগী নারীরা শেষ পর্যন্ত আইনের সহায়তা নিতে চান না। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বলছেন, এ ধরনের ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে ৯৯৯-এ ফোন করলে অথবা থানায় গিয়ে অভিযোগ দিলে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "অনেক সময় ভিকটিমরা নিজেদের প্রাইভেসি বা সামাজিক লোকলজ্জার কারণেও এসব বিষয় শেয়ার করতে চান না।" সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসান বলছিলেন, গোপন ক্যামেরায় নারীর ছবি বা ভিডিও ধারণ, সংরক্ষণ, প্রচার বা ব্ল্যাকমেইল করলে পরিস্থিতি ভেদে কোন আইনে মামলা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। "ভুক্তভোগী নারী নিজেও মামলা করতে পারেন অথবা রাষ্ট্র বাদী হয়ে মামলা করতে পারে," বলেন মিজ হাসান। ভুক্তভোগী নারী সরাসরি থানায় গিয়ে মামলা করতে পারেন বা আদালতে গিয়েও অভিযোগ দায়ের করতে পারেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। অভিযোগভেদে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ অথবা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনেও একসঙ্গে মামলা করা যায় বলে জানান তিনি। আইনজীবী ইশরাত হাসান বলেন, "সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর অধীনে ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও এক কোটি টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এছাড়া, পর্নোগ্রাফি আইনে আলাদাভাবে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড আরোপের সুযোগ থাকায় অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।" তবে অপরাধের ধরন ও প্রকারভেদে বিচারক শাস্তি দিতে পারবেন বলে জানান মিজ হাসান।

মিজ হাসান বলছেন, "সবগুলো আইন ব্যবহার করেও একটা মামলা করা যায়। একেকটা আইনে একেক ধারায় শাস্তি বিচারক দিতে পারবেন। সেগুলো একের পর এক শাস্তিও বিচারক দিতে পারবেন।" বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, যদি সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ অনুযায়ী ১৪ বছরের সাজা হয় আবার পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনেও সাত বছরের সাজা হতে পারে। তখন একের পর এক সাজা হয়, তখন সাজার মেয়াদ আরো বেশি বাড়বে। এই আইনজীবী বলেন, "এসব ছবি, ভিডিও ব্যবহার করে যদি কোনো নারীকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়, শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য করা হয়, সেটা রেইপ বা ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে। তখন আবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলার হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এখানে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।" এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হলে নারীদের সুরক্ষা করা সম্ভব বলে মনে করেন মিজ হাসান। আবার নারীর শালীনতা ক্ষুব্ধ বা গোপনীয়তায় অনুপ্রবেশ করলে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ অনুযায়ী সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা হতে পারে। এ ধরনের অপরাধের মাধ্যমে মানহানি হলেও শাস্তির বিধান রয়েছে বলে জানান আইনজীবীরা। এই অভিযোগে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা প্রযোজ্য হতে পারে বলে জানান মিজ হাসান। আইনজীবীরা বলছেন, এ ধরনের মামলার ক্ষেত্রে ফরেনসিক রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি জরুরি উপাদান। এখানে পুলিশ সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কখনো মুছে ফেলা যায় না উল্লেখ করে আইনজীবী ইশরাত হাসান বলেন, "যদি ভুক্তভোগী তদন্ত রিপোর্ট সঠিক না বলে মনে করেন, তবে তিনি সেটিতে নারাজি দিয়ে আদালতে আবেদন করতে পারেন।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৭.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

## এনএইচকে

### জাপান সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে

একাধিক শৈত্যপ্রবাহের কারণে জাপান সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী তুষারপাত হয়েছে, যেখানে তুষার জমা ইতোমধ্যেই বার্ষিক গড়কে ছাড়িয়ে গেছে। আবহাওয়া কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন যে, মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর্যন্ত, আওমোরি জেলার হাক্কোদা পর্বতমালার সুকাইউতে ৪৩৭ সেন্টিমিটার, নিইগাতা জেলার উওনুমা শহরের সুমোন এলাকায় ২৩৭ সেন্টিমিটার এবং আওমোরি শহরে ১২২ সেন্টিমিটার তুষারপাত হয়েছে। কর্মকর্তারা বলছেন, মঙ্গলবার একটি নিম্নচাপ ব্যবস্থা অতিক্রম করার কারণে তুষারপাত এবং বাতাস উভয়ই, বিশেষ করে হোক্কাইদো থেকে হোকুরিকু অঞ্চল পর্যন্ত এলাকায়, তীব্রতর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হোকুরিকু এবং চুগোকু অঞ্চলের কিছু এলাকায় বৃষ্টিপাতও হতে পারে। সংস্থাটি পূর্বাভাস দিয়েছে যে, বুধবার শীতকালীন আবহাওয়ার ধরন ধীরে ধীরে দেখা দিতে পারে, যার ফলে বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত উত্তর থেকে পশ্চিম জাপানের উপকূলীয় অঞ্চলে আবারও ভারী তুষারপাত হতে পারে। (এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ২৭.০১.২৬ রনি)

## ডয়চে ভেলে

### ৪ লাখ ২৫ হাজারেরও বেশি প্রবাসীর ভোট দেওয়া শেষ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে এরই মধ্যে ৪ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৮ জন প্রবাসী ভোটার ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। আজ (মঙ্গলবার) প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক 'ওসিভি-এসডিআই' প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টারকে তিনি জানান, ২৭ জানুয়ারি সকাল ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত 'পোস্টাল ভোট বিডি' মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২ জন প্রবাসীর (সংশ্লিষ্ট গন্তব্যের দেশে) কাছে ব্যালট পৌঁছেছে। ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯২০ জন প্রবাসী ভোটার ব্যালট গ্রহণ করেছেন। ৪ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৮ জন প্রবাসী ভোটার ভোট দিয়েছেন। ভোটার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস বা ডাক বাক্সে জমা দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৩২২টি পোস্টাল ব্যালট।

এ ছাড়া, ২১ হাজার ৫০৮টি পোস্টাল ব্যালট বাংলাদেশে পৌঁছেছে। পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপটি গত বছরের ১৮ নভেম্বর চালু করা হয়েছিল এবং ১৯ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন শুরু হয়েছিল। ইসির তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল পর্যন্ত, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে মোট ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৪ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। তাদের মধ্যে ১২ লাখ ৮১ হাজার ৪৩৬ জন পুরুষ এবং ২৫ লাখ ২ হাজার ২৪৬ জন নারী। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা এবং কারাগারে থাকা ব্যক্তিরাও পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধন করেছেন। এমন নিবন্ধনের সংখ্যা ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪১। এর মধ্যে কারাগারে থাকা ৬ হাজার ২৮৫ জন অ্যাপে নিবন্ধন করেছেন। বাংলাদেশে নিবন্ধিত ভোটার ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৮৯৯ জন। এর মধ্যে ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার ১৫৪ জন পুরুষ, আর ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ৫২৫ জন নারী এবং ১ হাজার ২২০ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

### মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে দুই বাংলাদেশি কিশোর আহত

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে কক্সবাজারের টেকনাফের দুই কিশোর আহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ঝিমংখালী সংলগ্ন এলাকায় নাফ নদীতে এ ঘটনা ঘটে বলে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলো জানিয়েছে। আহত দুই কিশোর মো. সোহেল (১৬) ও মো. ওবাইদুল্লাহ টেকনাফের হোয়াইক্যং এলাকার বাসিন্দা। কক্সবাজারের উখিয়ার এমএসএফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাদের। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে প্রথম আলো জানিয়েছে, ওই দুই কিশোর নৌকা নিয়ে নাফ নদীতে মাছ ধরছিল। হঠাৎ মিয়ানমার থেকে তাদের নৌকা লক্ষ্য করে ১০ থেকে ১২ রাউন্ড গুলি করা হয়। গুলিবিদ্ধ হলে আশপাশের লোকজন এসে তাদের উদ্ধার করে। মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সদস্যরাই ওই দুই কিশোরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে বলে মনে করে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এর আগে, ১১ জানুয়ারি সকালে মিয়ানমার সীমান্তের ওপার থেকে আসা গুলিতে আহত হয় হুজাইফা আফনান (৯) নামের টেকনাফের এক শিশু। সে বর্তমানে ঢাকায় চিকিৎসাধীন। ১২ জানুয়ারি টেকনাফ সীমান্তের লম্বাবিল এলাকায় মাইন বিস্ফোরণে মোহাম্মদ হানিফ নামে এক মাছ চাষি পা হারান। তিনি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

### মিয়ানমারে রোহিঙ্গা-গণহত্যা মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

রোহিঙ্গা-গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)-তে চলমান মামলার বিরুদ্ধে মিয়ানমারে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। ইয়াঙ্গুনের এ সমাবেশে কয়েকশো মানুষ অংশ নেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে আজ (মঙ্গলবার) জাতীয়তাবাদী কর্মী এবং গেরুয়া পোশাক পরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ছোট আকারের জাতীয় পতাকা এবং রোহিঙ্গাদের জাতিগতভাবে নির্মূল করতে অভিযান পরিচালনার অভিযোগ অস্বীকার করা ব্যানার নিয়ে ঢোলের তালে তালে নাচতে দেখা যায়। এ সময় উগ্র-জাতীয়তাবাদী কর্মী উইন কো কো বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, "আমরা আজ আমাদের

দেশের মর্যাদা, আমাদের দেশের সত্য এবং আমাদের দেশের ন্যায়বিচারের জন্য এখানে জড়ো হয়েছি।" তার দাবি, "মিয়ানমার এমন এক ভূমি, যেখানে প্রেমময় দয়া বিকশিত হয়। এখানে গণহত্যা বলে কিছু নেই।" মিয়ানমার শুরু থেকেই দাবি করে আসছে, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসীদের বংশধর এবং ২০১৭ সালের অভিযান চালানো হয়েছিল জঙ্গিদের বিদ্রোহ রুখতে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং বৌদ্ধ মিলিশিয়াদের চালানো সেই অভিযানের সময় প্রাণ বাঁচাতে দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আইসিজে-তে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগের মামলার শুনানি শুরু হয় গত ১২ জানুয়ারি। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) শুনানি শেষ হওয়ার কথা। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

### বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বেড়েছে আট শতাংশ

বাংলাদেশে গত এক বছরে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ বেড়েছে প্রায় আট শতাংশ। এক বছরে শুধু বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়া বেড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা। তিনটি কারণে উৎপাদন খরচ বেড়েছে বলে মনে করছেন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) কর্মকর্তারা। তারা বলেন, তুলনামূলক সস্তা জ্বালানি হিসেবে পরিচিত গ্যাসের সরবরাহ কমেছে। এর ফলে, গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনও কমেছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমলেও পিডিবির কাছ থেকে বাড়তি দাম নিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। এসব কারণে উৎপাদন খরচ কমানো যায়নি। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় যুক্ত হয়েছে বাড়তি খরচ। ভারত থেকে প্রায় আড়াই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হয় প্রতিদিন। এ বিল ডলারে পরিশোধ করতে হয়। এ ছাড়া যে-সব বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদেশি ঋণ আছে, তার কিস্তি পরিশোধ করতে হয় ডলারে। আগের বছরের তুলনায় ডলারের দাম বেড়েছে ১০ থেকে ১২ টাকা। এতে পিডিবির খরচ বেড়ে গেছে। পিডিবির তথ্য বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হয়েছে ১১ টাকা ৫৪ পয়সা। প্রতি ইউনিটে ১০ পয়সা কমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খরচ হয় ১১ টাকা ৪৪ পয়সা। খরচ কমে প্রায় ১ শতাংশ। আর সবশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরচ হয়েছে ১২ টাকা ৩৪ পয়সা। প্রতি ইউনিটে খরচ বেড়েছে ৯০ পয়সা। দেড় বছরেও বিদ্যুতের দাম বাড়ায়নি সরকার। এতে ভর্তুকি ও লোকসান বেড়েছে পিডিবির।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৭.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

## জাগো নিউজ

### সংঘাত চায় না এনসিপি, তবে আঘাত এলে দেওয়া হবে পাল্টা জবাব : নাহিদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, কোনো পক্ষ থেকে আঘাত এলে পাল্টা জবাব দেওয়া হবে। তবে, এনসিপি কোনো সংঘাত বা মুখোমুখি পরিস্থিতি চায় না। আমাদের লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতির রাজনীতি গড়ে তোলা। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ যদি নীরব ভূমিকা পালন করে, তাহলে এনসিপি নিজেদের অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর ফকিরাপুলে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নাহিদ ইসলাম বলেন, অতীতে আমরা একসঙ্গে আন্দোলন করেছি। এখন আলাদা দলে থেকে নির্বাচন করছি বলে আওয়ামী লীগের কায়দায় প্রতিপক্ষকে হেনস্তা করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, তারেক রহমান দেশে ফেরার পর যে পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে, তাতে জনপ্রিয় প্রার্থীদের ওপর হামলা, গণসংযোগে বাধা দেওয়া এবং মিডিয়া ও নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে নির্বাচন নিজেদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি এমন কোনো ষড়যন্ত্র বাংলাদেশে সফল হতে দেওয়া হবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৭ আসাদ)

### জামায়াতের নয়, ১৮ কোটি মানুষের বিজয় চাই : ডা. শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আমরা জামায়াত ইসলামের বিজয় চাই না, দেশের ১৮ কোটি মানুষের বিজয় চাই। মঙ্গলবার দুপুরে সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জেলা জামায়াত আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিলে শাসন হবে জনগণের। এজন্য আমি জোর দিয়ে বলছি, আমরা জামায়াতের বিজয় চাই না, ১৮ কোটি মানুষের বিজয় চাই। ১৮ কোটি মানুষ মুক্ত হলে আমরাও মুক্ত হবো। আর ১৮ কোটি মানুষ যদি দালালির বিপজ্জনক অবস্থানে পড়ে যায়, আমরাও সেই বিপদে পড়বো। তিনি বলেন, ১২ তারিখ প্রথম সিলটি পড়বে 'হ্যাঁ' ভোটে। 'হ্যাঁ' মানে আজাদি, আর 'না' মানে গোলামি। আপনারাই বলুন, গোলামি না আজাদি? 'হ্যাঁ' ভোট বিজয়ী হলে বাংলাদেশ বিজয়ী হবে, আর 'হ্যাঁ' ভোট হেরে গেলে বাংলাদেশ হেরে যাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৭ আসাদ)

### একটি দল স্বৈরাচার দলটির মতো ভাষা ব্যবহার করছে : তারেক রহমান

জামায়াতে ইসলামীকে উদ্দেশ্য করে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, একটি দল স্বৈরাচার দলটির (আওয়ামী লীগ) মতো ভাষা ব্যবহার করছে। তারা বলে, বিএনপি দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ান ছিল। আমার প্রশ্ন, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তাদেরও দুইজন সদস্য বিএনপি সরকারে ছিল। বিএনপি যদি এত খারাপই ছিল, তাহলে ওই দুইজন ব্যক্তি কেন পদত্যাগ করে সরে আসেনি? মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক সার্কিট

হাউজ ময়দানে নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তারেক রহমান আরও বলেন, "ওই দুইজন সদস্য বিএনপি সরকারে থাকা অবস্থায় পদত্যাগ করেনি। কারণ তারা জানত খালেদা জিয়া কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন করছে।" ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, জামালপুর ও শেরপুরে বহু সমস্যা রয়ে গেছে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, "নদী ভাঙন সমস্যা আছে, কর্মসংস্থানের সমস্যা আছে। বিভিন্ন জেলা-উপজেলাতে ব্রিজ, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, কালভার্টের সমস্যা রয়ে গেছে। যেগুলো দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সংস্কার বা নতুন করে করার দরকার ছিল। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি, না হওয়ার কারণ ভোটের অধিকার ছিল না। যদি ভোটের অধিকার থাকত, তাহলে জনগণের সমস্যা সমাধান হতো। যেহেতু নিশিরাতে তথাকথিত নির্বাচন হয়েছিল, তাই তখন সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি ছিল না। তাই যুবক সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## ১৩ ফেব্রুয়ারি একটি অভিশাপমুক্ত বাংলাদেশ চাই : ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ভোট যার যেখানে ইচ্ছা সেখানে দেবে। কিন্তু আমরা বাক্স পর্যন্ত ভোটারকে পৌঁছে দিতে চাই। ১৩ ফেব্রুয়ারি আমরা একটি অভিশাপমুক্ত বাংলাদেশ চাই। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) খুলনায় সার্কিট হাউজ মাঠে জামায়াতে ইসলামী খুলনা মহানগরী ও জেলা শাখা আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বিগত সরকারের ভুলনীতি ও লুটপাটে একের পর এক খুলনার শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে। জনগণের রায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেলে বন্ধ মিল কারখানা চালুর পাশাপাশি, নতুন নতুন কারখানা স্থাপন হবে। তিনি বলেন, আমরা যুবকদের হাতে বেকার ভাতা তুলে দিয়ে তাদেরকে অপমান করতে চাই না। আমার তাদের হাতে কাজ তুলে দিতে চাই। যুব সমাজকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করতে চাই। জুলাই বিপ্লবে তাদের যে অবদান, কিছুটা হলেও তার ঋণ শোধ করতে চাই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## নির্বাচনে সেনা সদস্যদের নিরপেক্ষ আচরণের নির্দেশ সেনাপ্রধানের

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে সেনা সদস্যদের পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও নাগরিকবান্ধব আচরণের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং 'ইন এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার'-এর আওতায় মোতায়েনরত সেনা সদস্যদের পরিদর্শনের লক্ষ্যে রংপুর ও রাজশাহী পরিদর্শনকালে তিনি এ নির্দেশনা দেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, পরিদর্শনকালে সেনাবাহিনী প্রধান মোতায়েনকৃত সেনা সদস্যদের কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং অসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সফরকালে সেনাবাহিনী প্রধান রংপুর সার্কিট হাউসে আয়োজিত এক সভায় ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের সামরিক, বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং পরবর্তীতে ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার (বিআইআরসি), রাজশাহীতে অনুরূপ মতবিনিময় সভা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## কর্মকর্তারা নিরপেক্ষতা হারালে ভবিষ্যৎ অন্ধকার : ইসি সানাউল্লাহ

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, নির্বাচনে কোনো কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ নিরপেক্ষতা হারালে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। মঙ্গলবার সকালে নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা সেল এবং ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিমের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। ইসি সানাউল্লাহ বলেন, আমরা সবার সাধ্যমতো চেষ্টায় একটি সুষ্ঠু সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে চাই। এ নিয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলেই একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, গ্রাম পুলিশ, আনসার-ভিডিপির সদস্যরা জানে কার কাছে অবৈধ অস্ত্র আছে, স্থানীয়ভাবে কোনো বহিরাগত কেউ আছে কি না, কে মারা গেছেন আর কে জীবিত আছেন, তারা ভালো জানেন। তাদের সোর্সকে কাজে লাগাতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ আসাদ)

## পার্বত্য এলাকায় ইন্টারনেট সেবা না পৌঁছানোয় আমরা ক্ষমাপ্রার্থী

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "সারা বিশ্বের মতো দেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনো পৌঁছায়নি। এজন্য সরকার দায়ী, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আজ মাত্র ১২টি স্কুলে এটি চালু হয়েছে, অথচ এটি সাড়ে তিন হাজার স্কুলে চালু হওয়ার কথা ছিল। আমাদের দ্রুত সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।" মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে তিন পার্বত্য জেলায় ১২টি বিদ্যালয়ে ই-লার্নিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী উপলক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা থেকে ভার্চুয়ালি তিনটি প্রাথমিক ও নয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের

সঙ্গে এ মতবিনিময় সভায় যুক্ত হন তিনি। বিকেলে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টা সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## নির্বাচনে মোটরসাইকেল ৩ দিন-অন্যান্য যান ২৪ ঘণ্টা বন্ধ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন এবং এর আগে-পরে নির্দিষ্ট কিছু যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে নির্বাচন কমিশন। ইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভোটগ্রহণের দিন ট্রাক, মাইক্রোবাস ও ট্যাক্সি ক্যাবসহ চার ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকবে। এছাড়া, মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর তিনদিনের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার নির্বাচন পরিচালনা অধিশাখার উপ-সচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনের সই করা এক চিঠিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইসির নির্দেশনা অনুযায়ী, ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিবসের পূর্ববর্তী মধ্যরাত অর্থাৎ ১১ ফেব্রুয়ারি দিনগত রাত ১২টা থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত মোট ২৪ ঘণ্টা ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। অন্যদিকে, ১০ ফেব্রুয়ারি দিনগত রাত ১২টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনগত রাত ১২টা পর্যন্ত মোট ৭২ ঘণ্টা বা তিনদিন মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। জরুরি সেবা ও বিশেষ প্রয়োজনে কিছু ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও প্রশাসন। অনুমতিপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক ও সংবাদপত্রের গাড়ি। জরুরি সেবা যেমন- ঔষধ, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও অনুরূপ কাজে ব্যবহৃত যানবাহন। বিমানবন্দরে যাওয়া-আসা করার যাত্রী বা আত্মীয়-স্বজনের গাড়ি (টিকিট প্রদর্শন সাপেক্ষে)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনি এজেন্টের জন্য রিটার্নিং অফিসারের অনুমোদন সাপেক্ষে একটি গাড়ি। টেলিযোগাযোগ সেবায় নিয়োজিত বিটিআরসি ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের যানবাহন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৭ আসাদ)

## পোস্টাল ব্যালট; বাংলাদেশে পৌঁছেছে ২১ হাজার ৫০৮ ভোট

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ২১ হাজার ৫০৮টি ভোট পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। ইসি জানায়, প্রবাসীদের নিবন্ধনের পরে বিভিন্ন দেশে ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়। প্রবাসী ভোটাররা ব্যালট গ্রহণ করেছেন ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯২০টি। এর মধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৮টি। সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস/ডাক বাক্সে জমা দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৩২২ ভোট। প্রবাসীরা সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে ডাক বিভাগে পোস্টাল ব্যালট পাঠাচ্ছে। এর পরে ডাক বিভাগ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে পোস্টাল ব্যালট পাঠাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচনের দিন পোস্টাল ব্যালটের ভোট গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ আসাদ)

## নতুন পে-স্কেল অন্তবর্তী সরকার বাস্তবায়ন করবে না : জ্বালানি উপদেষ্টা

অন্তবর্তী সরকার নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়নের কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না বলে স্পষ্ট করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। তিনি বলেন, পে-কমিশনের প্রতিবেদন শুধু গ্রহণ করা হয়েছে, বাস্তবায়নের বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকার চাইলে এ সিদ্ধান্ত বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবে। মঙ্গলবার সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি এবং অর্থনৈতিক বিষয়ক সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে তিনি একথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ আসাদ)

## চট্টগ্রাম-২ আসনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন বিএনপির সারোয়ার আলমগীর

ঋণখেলাপির অভিযোগে নির্বাচন কমিশন চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিলের আদেশ স্থগিত করে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আজ আবেদনের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী আহসানুল করিম ও মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ আসাদ)

## নির্বাচন ভন্ডুলের কোনো সম্ভাবনা নেই : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচন ভন্ডুলের কোনো সম্ভাবনা নেই। ৫ আগস্টের পর যে-সব জঙ্গি সন্ত্রাসী ছিল, তারা বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গেছে। তাদের যারা সমর্থক ছিল, সন্ত্রাসী ছিল, তারাও এখন নেই। তাদের সাহস নেই বলেই পালিয়ে পালিয়ে নানা কথা বলছে। মঙ্গলবার সকালে গাজীপুরে কাশিমপুর কারা-কমপ্লেক্সে ৬৩তম ব্যাচ নারী নবীন কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, অন্তবর্তী সরকারের আমলে কোনো বাহিনীতেই দুর্নীতির মাধ্যমে বা তদবিরের মাধ্যমে নিয়োগ হয়নি। দুর্নীতি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু। কোনো কারা সদস্য যদি ব্যক্তিস্বার্থ, লোভ বা রাজনৈতিক সুবিধার অংশ হয়ে কাজ করে, তবে সে শুধু আইন ভাঙে না, সে রাষ্ট্রের ভিত্তিকেও দুর্বল করে। তিনি আরও বলেন, কারাগার অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারাগার রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করে, অপরাধ দমন, অপরাধীর সংশোধন এবং

সামাজিক পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় কারা প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কারাগারের প্রশাসন পরিচালনায় নিরাপত্তা ও মানবাধিকার একে অপরের পরিপূরক। কারা বন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ, ন্যায্য সুযোগ সুবিধা, বৈষম্যহীনতা ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণ কেবল আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়, এটি রাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থার প্রতিফলন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ আসাদ)

## ভোলার গ্যাস আসবে এলএনজি আকারে, দাম পুনর্নির্ধারণে গণশুনানি

দ্বীপজেলা ভোলা থেকে দিনে ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এলএনজি আকারে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে 'ভোলার নন-পাইপ' গ্যাসের মূল্য নির্ধারণে গণশুনানি চলছে বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় রাজধানীর রমনায় বিইআরসির সম্মেলন কক্ষে এই শুনানি শুরু হয়। ভোলা জেলায় আবিষ্কৃত ৩টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে শুধু শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। এই গ্যাস ক্ষেত্রের দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১২০ মিলিয়ন ঘনফুট। স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ, শিল্প, আবাসিকসহ অন্যান্য শ্রেণিতে গ্যাসের প্রকৃত ব্যবহার ৯০ মিলিয়ন ঘনফুট। অবশিষ্ট সরবরাহযোগ্য উদ্বৃত্ত গ্যাস থাকছে ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট। ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় তিতাস গ্যাস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসির আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্যাস সংকটে ভুগছে। এজন্য সরকার শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত গ্যাস নির্বাচিত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলএনজি আকারে নদীপথে পরিবহন করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ আসাদ)

## ২০৫০ সালে উষ্ণ ৬ দেশের একটি হবে বাংলাদেশ: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

চরম তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছয়টি দেশ, যার একটি বাংলাদেশ বলে নতুন এক আন্তর্জাতিক গবেষণায় জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই গবেষণা পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। সোমবার গবেষণাটি নেচার সাসটেইনেবিলিটি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহ সংকট ক্রমেই গভীর হচ্ছে, যার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে দৈনন্দিন জীবন, অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর। জীবাশ্ম জ্বালানির বর্তমান ব্যবহার অব্যাহত থাকলে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে চরম তাপে আক্রান্ত বৈশ্বিক জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ আসাদ)

## ভোটে দায়িত্বরত কেউ গণভোটের পক্ষে-বিপক্ষে প্রচার করতে পারবেন না

এবারের ভোটে নির্বাচনি কাজের দায়িত্বে যারা থাকবেন, তারা আইনগতভাবে কোনো পক্ষে কাজ করবেন না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম। মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গণভোট নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান সম্পর্কে এই তথ্য জানান ইসি সচিব। গণভোট নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান কী? এমন প্রশ্নের জবাবে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, গণভোটের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, গণভোটের জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ করছি। তবে, নির্বাচনি কাজের দায়িত্বে যারা থাকবেন, তারা আইনগতভাবে কোনো পক্ষে কাজ করবেন না। নির্বাচনি দায়িত্বে রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এবং অন্যান্য যারা নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করবেন, তারা গণভোটের প্রচার করবেন, কিন্তু পক্ষে বা বিপক্ষে যাবে না। মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইসি সচিব এসব কথা বলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ আসাদ)

## নির্বাচনে সারা দেশে ৩৭ হাজার বিজিবি সদস্য মোতায়েনের পরিকল্পনা

বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেছেন, দেশের ৪ হাজার ৪২৭ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ রেখেই সারা দেশে ৪৯৫টি উপজেলার মধ্যে ৪৮৯টিতে ৩৭ হাজারেরও বেশি বিজিবি সদস্য মোতায়েনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সীমান্তবর্তী ৬১টি উপজেলায় বিজিবি এককভাবে নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া, সারা দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনে ঝুঁকি বিবেচনায় বিজিবি মোবাইল ও স্ট্যাটিক ফোর্স হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। সোমবার রাতে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপে অনুষ্ঠিত সভায় এসব কথা বলেন বিজিবি মহাপরিচালক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ আসাদ)

## আমার ভোটে হাত বাড়ালে খবর আছে : জামায়াত আমির

ভোটারদের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, কেউ যদি আকাশ থেকে কালো চিলের রং ধারণ করে ভোট ছোঁ মেরে নিতে চায়, তাহলে তাদের ডানাসহ ছিঁড়ে ফেলবেন। তিনি আরও বলেন, গত ১৫ বছর আমার ভোট আমি দেবো, তোমারটাও আমি দেবো- এটা আর চলবে না। আমার ভোট আমি দেবো, তোমার ভোট তুমি দাও। আমার ভোটে হাত বাড়ালে খবর আছে। নাগরিকের পূর্ণ অধিকার আছে ভোট দেওয়ার। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে বাগেরহাট খানজাহান আলীর (রহ.) মাজার মোড় সংলগ্ন মাঠে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ডা. শফিকুর রহমান। জামায়াত আমির বলেন, শুধু রাজার ছেলে রাজা হবে- রাজনীতির এই সংস্কৃতি আমরা পাল্টে দিতে চাই। যার যোগ্যতা আছে, সেই দেশ পরিচালনা করবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## বাংলাদেশে আসতে আগ্রহী পেপাল, তবে প্রক্রিয়া দীর্ঘ : লুৎফে সিদ্দিকী

আন্তর্জাতিক ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা প্রতিষ্ঠান পেপাল (PayPa) অবশেষে বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের বিষয়ে নীতিগতভাবে আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে, এ আগ্রহ বাস্তবায়নে সময় লাগবে এবং এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এগোবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান। লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, পেপাল নিয়ে অনেক বছর ধরেই আলোচনা চলছিল। কিন্তু নানা কারণে তারা আমাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে চাচ্ছিল না। গত বছরের ১ ডিসেম্বরের দিকে কয়েক মাস অনুরোধের পর তারা প্রথমবারের মতো একটি সিনিয়র লেভেলের টিম বাংলাদেশে পাঠায়। তিনি জানান, পেপালের এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট হেড (সিঙ্গাপুরভিত্তিক), সাউথ এশিয়ার প্রধান (দিল্লিভিত্তিক) এবং আরও কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা চার-পাঁচদিন ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করেন। এ সময় তারা দেশের উদ্যোক্তা, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও আইসিটি খাতের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গেও তাদের বৈঠক হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## নারায়ণগঞ্জে জামায়াতের মিছিলে হামলা, আহত ৮

নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে জামায়াতের মিছিলে বিএনপির নেতা-কর্মীদের হামলার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে গোপালদী পৌরসভার মোল্লার চর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হামলায় আহত আড়াই হাজার পৌর শিবির সভাপতি মেহেদী হাসান অর্ণব, আড়াই হাজার উপজেলা সভাপতি মিরাজ মাহমুদ, শিবির কর্মী শাফিন আহমেদ ও জামায়াত কর্মী আব্বাস আল মাহমুদসহ সাতজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, নারয়ণগঞ্জ-২ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ইলিয়াস মোল্লা নেতা-কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনি প্রচারণাকালে গোপালদী পৌরসভার বড় মোল্লারচর পৌঁছালে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা বাধা দেয়। এতে উভয়পক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি, হাতাহাতি এবং এক পর্যায়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে জামায়াতের সাত এবং বিএনপির একজন আহত হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## মিয়ানমারের পরিস্থিতি জটিল, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনেই অগ্রাধিকার

মিয়ানমারের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও বহুপাক্ষিক জিওপলিটিক্যাল বাস্তবতার মধ্যদিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। তিনি বলেন, দেশটিতে একাধিক শক্তি ও পক্ষ সক্রিয় থাকায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুটি সহজ নয়। তবে বাংলাদেশের কূটনৈতিক অগ্রাধিকার স্পষ্ট, রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের অগ্রগতি সম্পর্কে গণমাধ্যম কর্মীর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, বর্তমানে মিয়ানমারে সামরিক সরকার, রাখাইনে সক্রিয় আরাকান আর্মি, বিভিন্ন জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক পক্ষ একসঙ্গে সক্রিয় রয়েছে। ফলে দেশটির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## দ্বৈত নাগরিক-ঋণখেলাপিদের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে জুলাই ঐক্যের বিক্ষোভ

দ্বৈত নাগরিক, ঋণখেলাপি ও জাতীয় পার্টিসহ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিকদের মনোনয়নপত্র বাতিলের দাবিতে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে জুলাই ঐক্য। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের দাবিও করেছে সংগঠনটি। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে আগারগাঁও মেট্রো স্টেশন থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ইসির সামনের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে অংশগ্রহণকারীরা। এ সময় জুলাই ঐক্যের সংগঠক আল সাদ, ফাহিম ফারুকী, অন্তু মুজাহিদ, কবি বোরহান মাহমুদ, প্লাবন তারেক, ইসরাফিল ফরাজী উপস্থিত ছিলেন। পরে জুলাই ঐক্যের প্রতিনিধি দল ইসিতে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## আপনাদের মঞ্চ থেকে এখন 'জয় বাংলা' স্লোগান শোনা যাচ্ছে

বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, "আপনাদের মঞ্চ থেকে এখন 'জয় বাংলা' স্লোগান শোনা যাচ্ছে। আপনারা যদি ভেবে থাকেন প্রার্থীদের হেনস্তা করে নির্বাচনে জিতে যাবেন, তবে ভুল ভাবছেন। গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ চেয়েছি।" মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর ফকিরাপুলে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। নাহিদ বলেন, "আমরা দেখেছি, ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির কী পরিস্থিতি হয়েছিল। আপনারা খালেদা জিয়ার বাড়ির সামনে থেকে বালুর ট্রাক সরাতে পারেননি। এমনকি ২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবরের ঘটনার পর আপনারা তিন মিনিটও দাঁড়াতে পারেননি। তখন আমরা আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম এবং ভিন্ন মতের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু এখন আপনারা সমালোচনা বন্ধ করতে বলছেন। যদি আপনারা আওয়ামী লীগের মতো সন্ত্রাসী কায়দায় ভোটের মাঠে প্রতিপক্ষকে ঠেকাতে চান, তবে আপনাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের পার্থক্য কোথায়?"(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## অগণতান্ত্রিক শাসন পরিবর্তনে 'হ্যাঁ' ভোটের আহ্বান আলী রীয়াজের

দেশে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের মাধ্যমে জনগণকে রায় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টা পদমর্যাদা) আলী রীয়াজ। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান। গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে এই সভার আয়োজন করে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংস্থা হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। আলী রীয়াজ জানান, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ৩৬ দিন ধরে দেশজুড়ে যে গণ-আন্দোলন হয়েছে, তা কোনো রাজনৈতিক দল, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা মতাদর্শের ভিত্তিতে নয়; বরং একটি মাত্র লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তা হলো বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার অবসান। তিনি বলেন, "টানা ১৬ বছরের বেশি সময় ধরে একজন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে নাগরিকদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যন্ত ক্ষুণ্ন হয়েছে। মানুষ ভোট দিতে পারেনি। একাধিক জাতীয় নির্বাচন হয়েছে, যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে সংবিধান নিজের ইচ্ছামতো পরিবর্তনের মাধ্যমেই এই পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## ওমানে ফের উন্মুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশিদের জন্য কর্মী ভিসা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ওমানের শ্রমমন্ত্রী ড. মাহাদ বিন সাঈদ বিন আলী বাওয়াইন সালিম আল-বুসাইদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল লেবার মার্কেট সম্মেলনের সময় দ্বিপক্ষীয় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বাংলাদেশি অদক্ষ, আধা-দক্ষ কর্মী ভিসার ওপর স্থগিতাদেশের পর্যালোচনার অনুরোধ জানান। এছাড়া, দক্ষ কর্মী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, নার্সরাও যাতে ওমানের শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারে, এ জন্য ওমানের মন্ত্রীর সহযোগিতা চান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। এ সময় ওমানের শ্রমমন্ত্রী আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য ওয়ার্ক ভিসা পুনরায় চালু করার আশ্বাস দেন। বৈঠকে আসিফ নজরুল অনিয়মিত বাংলাদেশি কর্মীদের জরিমানা ছাড়া বৈধকরণে ওমান সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এ সময় ওমানের শ্রমমন্ত্রী জানান, বিদ্যমান অনিয়মিত ও আনডকুমেন্টেড প্রবাসী কর্মীদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে ২০২৩ থেকে সাময়িকভাবে অদক্ষ ও আধাদক্ষ কর্মীদের জন্য নতুন ওয়ার্ক ভিসা স্থগিত রাখা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## ভোটের দিন বন্ধ থাকবে নৌ-যান চলাচল

গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে নৌ-যান চলাচল। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের উপ-সচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন নৌ-সচিবকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছেন। এতে বলা হয়, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে ১১ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত ১২টা থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত লঞ্চ, ইঞ্জিনচালিত বোট (নির্দিষ্ট রুটে চলাচলকারী ব্যতীত) ইত্যাদি নৌ-যান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। তবে, রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট এবং দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষকদের (পরিচয়পত্র থাকতে হবে) ক্ষেত্রে নির্দেশনা শিথিলযোগ্য। সেই সঙ্গে নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দেশি ও বিদেশি সাংবাদিক (পরিচয়পত্র থাকতে হবে), নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং কতিপয় জরুরি কাজ যেমন- অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য নৌযান চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## চাকরির আশায় রাশিয়া গিয়ে যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে রাশিয়ায় নেওয়ার পর বাংলাদেশি শ্রমিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে। এমন ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-এর এক অনুসন্ধানে। বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দা মাকসুদুর রহমানকে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে এক দালাল রাশিয়ায় পাঠান। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি নিজেকে ইউক্রেন যুদ্ধের সম্মুখভাগে দেখতে পান। এপি জানায়, বাংলাদেশি শ্রমিকদের বেসামরিক চাকরির মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে রাশিয়ায় আনা হয়। পরে জোরপূর্বক তাদের যুদ্ধে নামানো হয়। অনেককে হুমকি দেওয়া হয় কারাদণ্ড, মারধর কিংবা মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে। মাকসুদুর রহমানসহ তিনজন বাংলাদেশি যুবক জানান, মস্কো পৌঁছানোর পর তাদের রুশ ভাষায় লেখা কিছু কাগজে সই করানো হয়। পরে জানা যায়, সেগুলো ছিল সামরিক চুক্তি। এরপর তাদের সেনা ক্যাম্পে নিয়ে ড্রোন যুদ্ধ, অস্ত্র ব্যবহার ও প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## সারা দেশে নারীদের ওপর হামলার অভিযোগ, বিচার দাবি ইসলামী ছাত্রী সংস্থার

সারাদেশে নির্বাচনি প্রচারণায় নারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে ইসলামী

ছাত্রী সংস্থার ঢাবি শাখা এ সংবাদ সম্মেলন করে। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির ঢাবি শাখার সভানেত্রী সাবিকুন্নার তামান্না বলেন, নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর পর থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় নারীদের ওপর শারীরিক হামলা, হেনস্তা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে অনলাইনে যে-সব নারী সরব হয়েছেন, তাদের ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা ফ্যাট শেমিং, মেসেঞ্জারে হুমকি ও নানা ধরনের হয়রানির শিকার করছেন। তিনি জানান, গত দু-দিনে অন্তত ১৪টি নারী নির্যাতন ও হেনস্তার ঘটনা সংগঠনের নজরে এসেছে। ২৫ জানুয়ারি যশোরের ঝিকরগাছায় যুবদল সভাপতির নেতৃত্বে হামলা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। একই দিনে চুয়াডাঙ্গা ও কুমিল্লায় নারী কর্মীদের হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## বিদেশিদের ওপর ভর করে রাজনীতি করলে জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে

আগামীর বাংলাদেশ গড়তে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম-১১ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বিদেশি নির্ভরতার রাজনীতি জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে। এ দেশের জনগণের ওপর যাদের আস্থা নেই, তারাও জনগণের আস্থা পায় না। যারা অন্য দেশের ওপর নির্ভর করে রাজনীতি করতে চায়, ইতিহাস বলে সেটা কখনও সফল হয়নি। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে নগরের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব মাদারবাড়ি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে থেকে তিনি গণসংযোগ ও নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৫৭

রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে মোট ৫৭ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এর মধ্যে লালবাগ থানা একজন, সূত্রাপুর থানা দু-জন, মিরপুর থানা একজন, মোহাম্মদপুর থানা ১৮ জন, তেজগাঁও থানা একজন, পল্লবী থানা দুইজন, খিলগাঁও থানা একজন, হাজারীবাগ থানা তিনজন, যাত্রাবাড়ী থানা চারজন, গেন্ডারিয়া থানা ছয়জন, শের-ই-বাংলা নগর থানা একজন, উত্তরখান থানা একজন, শাহবাগ থানা ১৫ জন ও ওয়ারী থানা পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযান, নারী মাদক কারবারিসহ আটক ২

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক নারী মাদক কারবারিসহ দু-জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। অভিযানে মাদকদ্রব্য, ধারালো অস্ত্র ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সেনা সূত্র জানায়, মঙ্গলবার ভোরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোড এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে জুয়েল (৩০) নামে এক তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীকে ধারালো অস্ত্রসহ আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় আরেকটি অনুসরণমূলক অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক কারবারিরা ভবনের ছাদ দিয়ে পালিয়ে গেলেও, নারী মাদক ব্যবসায়ী কাজলকে (২১) আটক করেন সেনাসদস্যরা।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## অতিরিক্ত সচিব হলেন ১১৮ কর্মকর্তা

প্রশাসনে ১১৮ জন যুগ্ম সচিবকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাতে পদোন্নতির আদেশ জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া কর্মকর্তাকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। নির্বাচনের ১৬ দিন আগে এ পদোন্নতি দেওয়া হলো। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পদোন্নতির আদেশে উল্লিখিত কর্মস্থল থেকে কোনো কর্মকর্তার দপ্তর/ কর্মস্থল এরই মধ্যে পরিবর্তন হলে কর্মরত দপ্তরের নাম/ঠিকানা উল্লেখ করে তিনি যোগদানপত্র দাখিল করবেন। এতে আরও বলা হয়, পরবর্তী সময়ে কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ/ভিন্নরূপ তথ্য পাওয়া গেলে তার ক্ষেত্রে এই আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন/বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। এছাড়া, অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাদের যোগদানপত্র সরাসরি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর বা অনলাইনে দাখিল করতে পারবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ রিহাব)

## বাংলাদেশ ইস্যুতে পাকিস্তানকে শান্ত থাকার পরামর্শ ওয়াসিম আকরামের

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশ দলের। আইসিসি ও বাংলাদেশের টানাপড়েনের বিষয়ে সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম পাকিস্তানকে শান্ত থাকার এবং শ্রীলঙ্কায় নির্ধারিত ম্যাচগুলোর দিকেই মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বাংলাদেশ বাদ পড়ায় আইসিসির সম্ভাব্য সরে দাঁড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানও টুর্নামেন্ট বয়কট করতে পারে, এমন গুঞ্জনের জবাবে আকরাম বলেন, 'বাংলাদেশ খেলতে চায় না বলেই পাকিস্তান কেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের কথা ভাবছে? বাংলাদেশ পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য কী এমন করেছে?

আমি এর কোনো মানে দেখি না। পাকিস্তান ক্রিকেটের উচিত, নিজেদের দিকেই মনোযোগ দেওয়া। খেলায় মন দিন এবং বিশ্বকাপ জয়ের চেষ্টা করুন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৭.০১.২০২৬ আসাদ)

# BBC

**IMMIGRATION CHIEF AT CENTRE OF TRUMP'S CRACKDOWN SET TO LEAVE MINNEAPOLIS**

A top US immigration official is expected to leave the US city of Minneapolis in what may mark a shift in the White House's tone after the fatal shooting of a second US citizen by federal officers over the weekend. As Border Patrol Commander Gregory Bovino and some immigration agents leave, President Donald Trump's border tsar Tom Homan will begin leading on-the-ground efforts in city after the fatal shooting of Alex Pretti on Saturday escalated tensions. Trump's decision may indicate the administration's interest in walking back more aggressive federal action in his nationwide immigration crackdown.
(BBC News Web Page: 27/01/26, FARUK)

**INDIA AND EU ANNOUNCE LANDMARK TRADE DEAL**

The European Union and India have announced a landmark trade deal after nearly two decades of on-off talks, as both sides aim to deepen ties amid tensions with the US. "We did it, we delivered the mother of all deals," European Commission President Ursula von der Leyen said at a media briefing in Delhi. Indian Prime Minister Narendra Modi called the pact "historic". It will allow free trade of goods between the bloc of 27 European states and the world's most populous country, which together make up nearly 25% of global gross domestic product and a market of two billion people. The deal will see a number of huge tariff cuts across a range of goods and services, and a joint security partnership.
(BBC News Web Page: 27/01/26, FARUK)

**DEADLY US WINTER STORM LEAVES FLIGHTS DELAYED AND THOUSANDS WITHOUT POWER**

Several people have died in a winter storm that hit a wide swathe of the US, causing thousands of flights to be cancelled or delayed due to severe conditions. The storm, which caused chaos from Texas to the tip of Maine over the weekend, snarled roadways, knocked out power, and buried major cities under a thick blanket of snow. Some areas in the north-east saw more than 20in of snow during a 24-hour period, according to the National Weather Service (NWS). Canadian officials also said the storm had seriously disrupted southern Ontario. (BBC News Web Page: 27/01/26, FARUK)

**PHILIPPINES DUTERTE FIT TO FACE ICC PROCEEDINGS: JUDGES**

Judges at the International Criminal Court (ICC) have ruled that former Philippine president Rodrigo Duterte is fit to attend pre-trial proceedings for alleged crimes against humanity. The ICC also will hold a hearing in 23 February to decide whether the prosecution's case against Duterte is strong enough to proceed to a trial. Duterte's lawyers earlier argued that the 80-year-old was unfit to participate in the ICC proceedings citing "cognitive impairment". He has been detained at the Hague since March 2025. He is accused of being responsible for dozens of murders under his so-called war on drugs, during which thousands of small-time drug dealers, users and others were killed without trial.
(BBC News Web Page: 27/01/26, FARUK)

**JAPAN COURT ORDERS COMPENSATION FOR MIGRANTS LURED TO NORTH KOREA**

A Tokyo court has asked Pyongyang to pay 88 million Japanese yen ($570,000) to four people who were lured to North Korea decades ago by a propaganda scheme. The plaintiffs said the North was marketed to them as "paradise on Earth", but they instead found themselves subject to harsh conditions, including forced labour. They later escaped. Monday's ruling is largely symbolic with no real way to enforce it: North Korea has for years ignored the lawsuit, and its leader Kim Jong Un has not responded to Japanese court summons. But the ruling, which comes after a years-long legal battle in Japanese courts, has been hailed by the plaintiffs lawyer as "historic".
(BBC News Web Page: 27/01/26, FARUK)

**FIREFIGHTERS BATTLE 'EMERGENCY LEVEL' BLAZES IN AUSTRALIA HEATWAVE**

Firefighters in the Australian state of Victoria are battling at least six major fires as a record - breaking heatwave hits the country's south-east. Two fires are currently burning at "emergency leave" according to local broadcaster ABC News. Several communities have been issued emergency warnings to either evacuate, watch and wait, or shelter in place. Fire officials warn that the situation is changing rapidly and have asked locals to stay up to date with the latest warnings. The Bureau of Meteorology says that parts of the state have seen all-time temperature highs - with one area hitting a high of 48.9C. Melbourne has recorded a temperature of 41C. (BBC News Web Page: 27/01/26, FARUK)

**NIPAH VIRUS OUTBREAK IN INDIA TRIGGERS ASIA AIRPORT SCREENINGS**

An outbreak of the deadly Nipah virus in India's West Bengal state has sparked concern in parts of Asia, with some tightening screening measures at airports. Thailand has started screening passengers at three airports that receive flights from West Bengal. Nepal has also begun screening arrivals at Kathmandu airport and other land border points with India. Five healthcare workers in West Bengal were infected by the virus early this month, one of whom is in a critical condition. Some 110 people who were in contact with them have been quarantined. The virus can spread from animals to humans. It has a high death range - ranging from 40% to 75% - as there is no vaccine or medicine to treat it.
(BBC News Web Page: 27/01/26, FARUK)

**TRUMP RAISES US TARIFFS ON SOUTH KOREA IMPORTS TO 25%**

US President Donald Trump has announced he is raising tariffs on South Korean imports to 25% after accusing Seoul of "not living up" to a trade deal reached last year. In a post on social media, Trump said he would increase levies on South Korea from 15% across a range of products including automobiles, lumber, pharmaceuticals and "all other Reciprocal TARIFFS". Trump said South Korean lawmakers have been slow to approve the deal while "we have acted swiftly to reduce our TARIFFS in line with the Transaction agreed to". South Korea said it had not been given official notice of the decision to raise tariffs on some of its goods, and wanted urgent talks with Washington over the issue.
(BBC News Web Page: 27/01/26, FARUK)

**SOUTH SUDAN ARMY THREAT TO 'SPARE NO-ONE' CONDEMNED**

The UN says it is gravely concerned after a senior military leader in South Sudan urged his troops to "spare no-one" including "children, the elderly, and civilians" when they are deployed to opposition-held areas of the country. "Inflammatory rhetoric calling for violence against civilians... is utterly abhorrent and must stop now," said the head of the UN's mission in South Sudan. South Sudan's deputy army chief Gen Johnson Oluny made the call as he addressed his Agwelek militia as they prepared to be sent to parts of Jonglei state. The government said this was not an order. Forces aligned to South Sudan's suspended Vice-President Riek Machar have captured several areas in recent weeks.
(BBC News Web Page: 27/01/26, FARUK)

**UK CAN'T IGNORE CHINA, SAYS STARMER AHEAD OF BEIJING TRIP**

Sir Keir Starmer has said the UK cannot afford to ignore the economic opportunities presented by China, as be prepares to become the first British prime minister in eight years to visit Beijing. In an interview with Bloomberg News, Sir Keir Starmer said his visit would bring "significant opportunities" for British companies. He insisted the UK would not be forced to "choose between" China and maintaining close ties to the US, amid rising trade tensions between the two superpowers in recent years. The UK would maintain "close ties" with the US on business, security and defence, he said, but added that "sticking your head in the sand and ignoring China... wouldn't be sensible".
(BBC News Web Page: 27/01/26, FARUK)

## :: THE END::